শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

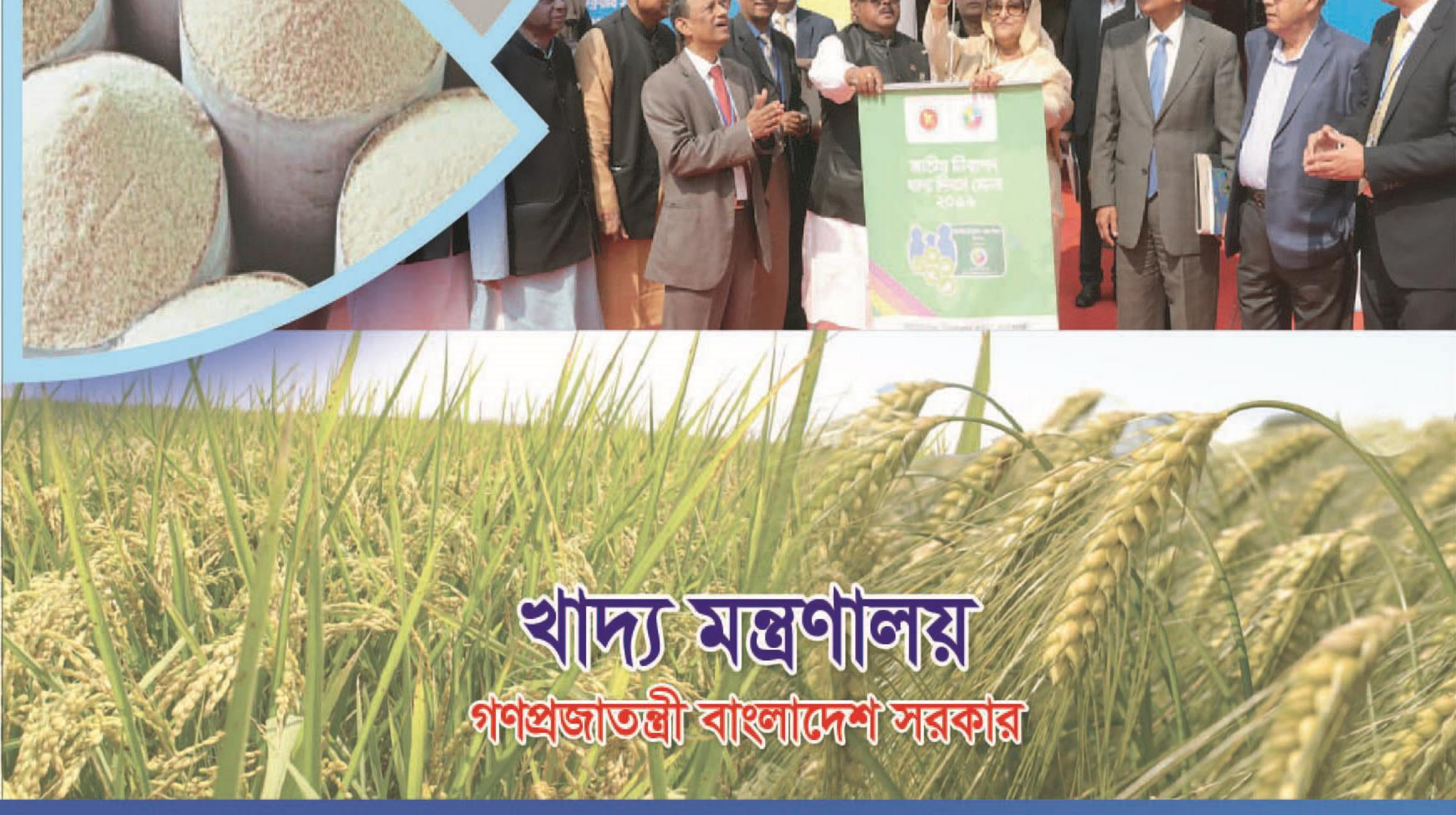

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

প্রকাশক
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

স্বত্ব
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ডিজাইন, কম্পোজ ও সার্বিক সহযোগিতায়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা এবং
আইসিটি সেল
খাদ্য মন্ত্রণালয়
www.mofood.gov.bd

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম.পি

মন্ত্রী

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তুলে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে তা জেনে আমি আনন্দিত। দেশের সকল মানুষের জন্য উন্নতর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা গড়ে তোলা, সেই সাথে পুষ্টি ও খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

মানুষের বাঁচার জন্য ৫টি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য মানুষের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক চাহিদা। খাদ্য প্রাপ্তি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে না পারলে জনগণের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। জনগণের এ অধিকার নিশ্চিতকরণ বিষয়ে বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার ১০ অক্টোবর ২০১৩ সালে যুগান্তকারী ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩” প্রণয়ন করে। নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে “বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ” গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২ ফেব্রুয়ারি, নিরাপদ খাদ্য দিবস ঘোষণা করে ২য় বারে মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২০১৯ সালে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে ‘নিরাপদ খাদ্য দিবস’ উদযাপন করা হয়।

দেশের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য সহনীয় রাখতে সরকার ওএমএস, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করেছে। সেই সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি “খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি’ এর মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারকে মাসে ১০/- টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বৎসরের কর্মাভাবকালীন ৫ মাস বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে দেশের গরীব জনগণ সহজেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশ ইতোমধ্যে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় ২০০৯ সালে সরকারি খাদ্য গুদামের মোট ধারণক্ষমতা ছিল ১৫ লাখ মেট্রিক টন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৌশল হিসাবে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ, বিদ্যমান খাদ্য গুদাম সংস্কার ও আধুনিক সাইলো নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর শেষে সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা প্রায় ২২ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে তা ২৭ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে ৫.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার স্টিলের সাইলো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। সেই সাথে কৃষকদের ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Paddy Silo নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন ও ধান শুকানোর সুবিধাসহ আধুনিক রাইস মিল নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি বার্ষিক প্রতিবেদনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মন্ত্রী

খাদ্য মন্ত্রণালয়

শাহাবুদ্দিন আহমদ
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মন্ত্রণালয় এর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিস্থিত করা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন ও সারসংক্ষেপ আকারে অপরাপর সংস্থা ও জনগনকে অবহিত করনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে প্রতি অর্থবছরের কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার, এসডিজি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এর তথ্য সহ খাদ্য অধিদপ্তর এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের তথ্য এ প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে এ অর্থ বছরে ২৩,৯৩,৯৬০ (তেইশ লাখ তিরানব্বই হাজার নয়শত ষাট) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে এবং PFDS খাতে ২৫,৯৩,৫৮১ (পঁচিশ লাখ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত একাশি) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। যা গত অর্থ বছরের চেয়ে যথাক্রমে ৬১% ও ২৩% বেশি। দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি"তে সরকার বছরে ৫ মাস কর্মাভাবকালীন সময় ১০/- টাকা কেজি দরে মোট ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে বছরে প্রায় ৭.৪৪ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করছে। পরিবার প্রতি গড় জনসংখ্যা ৪.০৬ হিসাবে প্রায় ২ কোটি ৩ লাখ দরিদ্র মানুষ এ কর্মসুচির সুবিধা ভোগ করে উপকৃত হয়েছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে ৫.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার স্টিলের সাইলো নির্মাণ, নতুন আরও ১৬২ টি খাদ্য গুদাম নির্মাণসহ পুরাতন খাদ্য গুদামসমূহ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলমান আছে। এর ফলে দেশের খাদ্য মজুদ সক্ষমতা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২১.৭২ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে যা ২০২১ সালে ২৭ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে জনবল নিয়োগের জন্য ৩৬৫টি পদ সৃজন করে নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সীমিত জনবল নিয়ে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীনে অর্থ বছরে ২৮৪১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৫১৬৪টি মামলা দায়ের করে ৫,৮৪,৫১,০০০ (পাঁচ কোটি চুরাশি লাখ একান্ন হাজার) টাকা অর্থদন্ড এবং ৯০ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে খাদ্যের নিরাপদতা ও গুনগতমান পরীক্ষণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে। জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রনালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে।

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিবরণ	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৬
পটভূমি, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কার্যাবলি	৭
মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব	৮
প্রশাসন অনুবিভাগ	৯
বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা	১৫
শুদ্ধাচার	১৬
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ	১৬
সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ	১৭
বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ	১৯
বাজেট ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও অডিট আপত্তি	১৯
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট	২০
জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি	২৪
খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা	২৪
অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি	২৪
নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯	২৫
নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এর উদ্দ্যেশ্যসমূহ	২৬
নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এ গৃহীত কার্যক্রম	২৬
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন	৩৩
SDG সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩৪
SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলি	৩৬
তথ্য অধিকার নিশ্চতকরনার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন	৩৬
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৭
সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	৩৭
Modern Food Storage Facilities Project	৪০
পারিবারিক সাইলোর ব্যবহারিরক সুবিধা	৪১
সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ	৪১
Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food	৪২
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ	৪২
খাদ্য অধিদপ্তর	
খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	৪৩
লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	৪৪
প্রশাসন বিভাগ	৪৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৪৭
তদন্ত ও মামলা	৪৭
সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	৪৮
আর্থিক খাত	৪৮
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৪৮
খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)	৪৮
অনার্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized)	৪৯
PFDS খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি বিতরণ (বার গ্রাফ)	৫০
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র	৫১
অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক সংগ্রহ এবং খাদ্যশস্য পরিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রন	৫১
পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রম	৫৩
খাদ্যশস্য পরিবহন, মজুত	৫৪
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৫৫
অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার তৈরী	৫৬
বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগ	৫৬
বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম	৫৮
খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৫৮
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	
রূপকল্প, অভিলক্ষ, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যাবলি	৬২
দায়েরকৃত মামলা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও খাদ্য নমুনা সংগ্রহের বিবরণ	৬৩
খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পরিদর্শনের বিবরণ	৬৩
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ	৬৩
প্রশিক্ষণের বিবরণ	৬৩
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	৬৪
জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন	৬৫
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বক্তব্য প্রদান, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন, স্টল পরিদর্শন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ	৬৬
বিধিমালা/প্রবিধানমালা পণয়ন	৬৭
উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, সমঝোতা চুক্তি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম	৬৭
মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য বিক্রয়ে জনসচেতনতা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা এবং হোটেল-রেস্তোরায় গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন উদ্বোধন	৬৯
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ	৭০

<u>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন</u>

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উৎসাহ মূল্য প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুইটি মৌসুমে (আমন ও বোরো) সর্বমোট ২৪ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, এর মধ্যে ২৩,৯৩,৯৬০ (তেইশ লাখ তিরানব্বই হাজার নয়শত ষাট) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে, যা গত অর্থ বছরের চেয়ে ৬১% বেশি। বোরো-২০১৯ মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় ও বাজারে মূল্য কমে যাওয়ায় কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ লাখ মেট্রিক টনের স্থলে ৪.০০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করে সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি"তে সরকার বছরে ৫ মাস কর্মাভাবকালীন সময় অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে ১০/- টাকা কেজি দরে মোট ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে বছরে প্রায় ৭.৪৪ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। পরিবার প্রতি গড় জনসংখ্যা ৪.০৬ হিসাবে প্রায় ২ কোটি ৩ লাখ দরিদ্র মানুষ এ কর্মসুচির সুবিধা ভোগ করছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন VGD কর্মসূচিতে ৯৬টি উপজেলায় উপকারভোগীদের পুষ্টি সমৃদ্ধচাল (Vitamin-A, B-1, B-12, Folic Acid, Iron ও Zinc মিশ্রিত) সরবরাহ করার পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়িত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ২৪টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সালে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে অর্থ বছরে Public Food Distribution System (PFDS) খাতে ২৫,১৯,০৩৭ (পঁচিশ লাখ উনিশ হাজার সাইত্রিশ) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। যা গত অর্থ বছরের চেয়ে ২৩% বেশি। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩০,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৫৪টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন করে হস্তান্তর ও দেশের কৌশলগত স্থানে ০৮টি স্টিল সাইলো নির্মাণের কাজ ৩৭% সম্পন্ন করাসহ ৩০ জুন পর্যন্ত দুর্যোগ প্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৩ লাখ ৯০ হাজার পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০১টি বিধিমালা ও ০২ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত ৩৩০টি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ১টি প্রতিবেদন ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকার মতিঝিল, দিলকুশা, গুলিস্থান, পল্টন, সচিবালয় এলাকায় অবস্থিত হোটেল রেস্তোঁরাকে গ্রেডিং পদ্ধতির আওতায় আনয়ন কার্যক্রমে অংশ হিসেবে ৫৭টি হোটেল রেস্তোঁরাকে এ+ (গ্রীন) ও এ (ব্লু) স্টিকার প্রদান করে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। অর্থ বছরে ২৮৪১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৫১৬৪টি মামলা দায়ের করে ৫,৮৪,৫১,০০ (পাঁচ কোটি চুরাশি লাখ একান্ন হাজার) টাকা অর্থদন্ড এবং ৯০ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

পটভুমি: খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে পরিমিত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরনের ব্যবস্থা করা। সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। এতদ্ব্যতিত, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ কর্মকান্ড পরিচালিত করে।

৬ মে ২০০৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নামে নামকরণ করা হয়। ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে দুটি বিভাগকে আলাদা করে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়, যার একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বর্তমান "খাদ্য মন্ত্রণালয়"। এ মন্ত্রণালয় আত্মপ্রকাশের পর থেকেই জনগনের খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে আসছে।

'রুলস অফ বিজনেস' অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূলত দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন, নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি, খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, খাদ্যশস্য (চাল-গমসহ দানা জাতীয় শস্য) সংগ্রহ ও বিতরণ, রেশনিং ব্যবস্থাপনা, আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বিতরণ মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, খাদ্যশস্যের চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্যের বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যশস্যের পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সফল বাস্তবায়ন।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ প্রণয়ন করে। ২০১৫ সালে সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প (Vision):

সবার জন্য পর্যাপ্ত , নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য

অভিলক্ষ্য (Mission):

সমন্বিত নীতি কৌশল এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ এবং কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য নিশ্চিতকরণ
২. দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের (বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের) জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা সহজলভ্য করণ
৩. নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন
৪. খাদ্যনীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
৫. খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ

কার্যাবলি (Functions)

১. দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন
২. নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
৩. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি এবং আমদানি-রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ;
৪. খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৫. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের (চাল-গমসহ দানা জাতীয় শস্য) সংগ্রহ, বিতরণ ও রেশনিং ব্যবস্থাপনা;

৬. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ;
৭. দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
৮. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বিতরণ মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
৯. খাদ্যশস্যের বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
১০. খাদ্যশস্যের পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
১১. নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়ন।

মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ Allocation of Business অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রধানত নীতিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং আওতাধীন দপ্তরে কাজের গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধন ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

Allocation of Business অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলী:

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন;
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- দেশিয় উৎপাদনে প্রনোদনা মূল্য প্রদান এবং ভোক্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ধান, চাল, গম, ভুট্টা সরাসরি ক্রয়, মজুদ এবং পিএফডিএস এর মাধ্যমে বণ্টন;
- আমদানি ও রপ্তারিকৃত খাদ্য শস্যের গুনগত মান ও আদর্শ বজায় রাখা লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহীতকরণ;
- বেসরকারি খাদ্য ব্যবসায়ীদের বাজার অবকাঠামো সুবিধা প্রদান;
- খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food)এবং খাদ্যের মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথ্যের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা।
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
- মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন বিসিএস খাদ্য ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার ও কারিগরি সার্ভিস এর কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কর্মকান্ড তদারকি এবং মূল্যায়ন।
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ;
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ;
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য গুদাম নির্মান এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ;
- মজুদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর সকল কার্যক্রম;

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি

প্রশাসন অনুবিভাগ:

ক. প্রশাসন-১ অধিশাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংস্থা প্রশাসন শাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যবলি নিম্নরূপ:

(i) **অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা:**

১। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতি:

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ১ম শ্রেণির ৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে (সহযোগী গবেষণা পরিচালক হতে গবেষণা পরিচালক ২ জন এবং গবেষণা কর্মকর্তা হতে সহযোগী গবেষণা পরিচালক ২ জন)। এছাড়া ৩য় শ্রেণির ১৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২ জনকে চূড়ান্ত ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২। মানবসম্পদ উন্নয়ন :

(ক) ইন-হাউস প্রশিক্ষণ:প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ১৪১ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৬৭৫৮ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ৪৮ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ৪টি ব্যাচে বিআরডিটিআই, খাদিম নগর, সিলেট এ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া আরপিএটিসি, ঢাকায় ১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১৭৯২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(গ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ৪৯ জন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মেয়াদে আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম এবং থাইল্যান্ডে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

৩। ই-নথি ব্যবস্থাপনা: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের APAএর লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ শাখা হতে ই-নথিতে মোট ৪০৮ টি ডাক নিষ্পন্ন করা হয় এবং ৪০৮ টি পত্র জারী করা হয়। এছাড়া হার্ড ফাইলে ৮৬২ টি পত্র জারী করা হয়।

(ii) **অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২ শাখা:** কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল, মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল, বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও তথ্য প্রেরণ, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দসহ নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মাঝে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৯টি সরকারি বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খ. প্রশাসন-২ অধিশাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংস্থা প্রশাসন শাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যবলি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১।	খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক পদে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি।	১১ জন	
২।	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের অবসর উত্তর ছুটি প্রদান ও লাম্প এমাউন্ট মঞ্জুরী।	৩৩ জন	
৩।	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরী।	৫৮ জন	
৪।	খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক পদে কর্মকর্তাদের বদলী/পদায়ন	২৫ জন	
৫।	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের অর্জিত (বহি:বাংলাদেশ) ছুটি মঞ্জুরী।	৫৭ জন	
৬।	খাদ্য অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বকেয়া টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরী।	০৫ জন	
৭।	৩৬তম বিসিএস এর মাধ্যমে (খাদ্য ক্যাডার) সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রদান।	১৬ জন	
৮।	৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে (খাদ্য ক্যাডার) সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রদান।	০১ জন	
৯।	৩৬ তম বিসিএস এর মাধ্যমে (নন-ক্যাডার) খাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগ প্রদান	১০০ জন	

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১০।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান পদে পদোন্নতি প্রদান	২৯২ জন	
১১।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান	২৮৮ জন	
১২।	সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	১৪	২টি নিষ্পত্তি হয়েছে।
১৩।	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা	১টি	অব্যাহতি প্রদান ১জন

গ. সেবা অধিশাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কোয়ার্টার ভিত্তিক সেবা অধিশাখা হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও সরঞ্জাম ক্রয়ের হিসাব নিম্নরুপ:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা				মোটপ্রাপ্তি/২০১৯-২০	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
৩২৪৩-পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট							
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৩,০০	৩,০০	৩,০০	৯,০০	১৮,০০	
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	৩,০০	৩,০০	৩,০০	১১,০০	২০,০০	
উপমোট-পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		৬,০০	৬,০০	৬,০০	২০,০০		
৩২১১-পণ্য ও সেবার ব্যবহার							
৩২১১১২০	টেলিফোন	২,৭৫	২,৭৫	২,৭৫	২,৭৫	১১,০০	
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স			১,৭৫	১,৭৫	৪,০০	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন	৪,০০	৪,০০	৪,০০	৫,০০	১৭,০০	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১,০০	০.৫০	০.৫০	০.৩০	২,৩০	
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	-	-	২,৪০	-	২,৪০	
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১,৫০	১,০০	১,০০	১,০০	৪,৫০	
৩২১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	২,০০	
৩২১১১১৯	ডাক	-	-	১,২০	-	১,২০	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহার		৯,৭৫	৮,৭৫	১৪,১০	১১,৩০		
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি							
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৪,৫০	৪,০০	৪,০০	৪,০০	১৬,৫০	
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২,৬০	-	-	-	২,৬০	
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	০.৫০	০.৫০	০.৮০	০.৫০	২,৩০	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	০.৬০	০.৫০	০.৫০	১,০০	২,৬০	
উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারি		৮,২০	৫.০০	৫,৩০	৫,৫০		
৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল							
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	২,০০	২,০০	২,০০	২,৫০	৮,৫০	
৩২৫৬১০৬	পোশাক	-	-	২,২০	-	২,২০	
উপমোট-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল		২,০০	২,০০	৪,২০	২,৫০		
৩২৫৮-মেরামত ও সংরক্ষণ							
৩২৫৮১০১	মোটরযান	১,০০	২,০০	২,০০	৩,০০	৮,০০	
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	০.২৫	১,৪৪	১,৪৪	০.৫০	৩,৬৩	
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৭০	২,২০	
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	-	-	১,০০	১,৬৪	২,৬৪	
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	২,২০	
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:	০.৫০	০.৫০	০.৭১	০.৭১	২,৪২	
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি:	-	১,০০	১,৩০	১,০০	৩,৩০	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণ		২,৮০	৫,৯৯	৭.৫০	৮.১০		

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা				মোটপ্রাপ্তি/২০১৯-২০	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
৪১১২-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি							
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২,০০	৪,০০	৪,০০	৬,৫০	১৬,৫০	
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জা:			৩৪,০০	৩৩,০০	৬৭,০০	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক	২,০০	১৫,০০	-	৮,০০	২৫,০০	
উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৪,০০	১৪,০০	৩৮,০০	৪৭,৫০		
৩৮২১-অন্যান্য ব্যয়							
৩৮২১১১৩	উপহার	১,০০	১,০০	১,০০	১,০০	৪,০০	
উপমোট-অন্যান্য ব্যয়		১,০০	১,০০	১,০০	১,০০		
	সর্বমোট=	৩৩,৭৫	৪২.৭৪	৭৬,১০	৯৫,৯০	২৫৩,৯৯	

ঘ. সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা: সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে ১১টি প্রশ্নোত্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে **১০০**টি প্রশ্নোত্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধি অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক পঠিত নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত ০২টি বিবৃতি জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির **০৪**টি সভাতে কার্যপত্র উপস্থাপনসহ সভা অনুষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১১তম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা-২০১৯ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার বিষয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৪টি নৈতিকতা কমিটির সভা ও ০৪টি অংশীজনের সভা অনুষ্ঠানসহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
মামনীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১২টি সভা আহবান করে ০৭টি প্রতিশ্রুতি ও ১৯টি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৮ এর সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, মন্ত্রীসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণসহ জাতীয় উন্নয়ন মেলা আয়োজন এ অধিশাখার মাধ্যমে এ সম্পন্ন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও অধিশাখা হতে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ. তদন্ত শাখা: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত শাখায় মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত সকল প্রকার অভিযোগের তদন্তের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ, খাদ্য সংগ্রহ/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রাপ্ত অন্যান্য অভিযোগ সমূহ তদন্তক্রমে প্রতিবেদন পেশ, খাদ্য মন্ত্রণালয়াধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংযুক্ত অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সকল প্রকার অভিযোগের উপর কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক তদন্ত পরিচালনা করা হয়। অভিযোগগুলো অনলাইনে অথবা ডাকযোগে পাওয়া যায়। গত জুন/১৮ হতে জুলাই/১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগও নিষ্পত্তির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নবর্ণিত "ছকে" দেয়া হ'ল:

মাসের নাম	জের	প্রাপ্ত অভিযোগ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
জুলাই/১৮	০৪টি	নেই	০১টি
আগস্ট/১৮	০৩টি	০৪টি	--
সেপ্টেম্বর/১৮	০৮টি	নেই	--
অক্টোবর/১৮	০৮টি	১০টি	০২টি
নভেম্বর/১৮	১৮টি	০২টি	--

মাসের নাম	জের	প্রাপ্ত অভিযোগ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
ডিসেম্বর/১৮	২০টি	৩ টি	০১টি
জানুয়ারি/১৯	২২টি	নেই	নেই
ফেব্রুয়ারি/১৯	২২টি	০৫টি	০২টি
মার্চ/১৯	২৫টি	১১টি	০১টি
এপ্রিল/১৯	৩৫টি	১১টি	০১টি
মে/১৯	৪৪টি	১০টি	০১টি
জুন/১৯	৫৩টি	০৫টি	০২টি

জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৬৪টি, নিষ্পত্তির সংখ্যা ১১টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৫৩টি।

GRS এর পুরাতন ভার্সন পরিবর্তন করে নতুন ভার্সন প্রবর্তন করায় জুলাই/২০১৯ এর পর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী ০৭টি অভিযোগ পওয়া গেছে। এর মধ্যে ০৫টি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এবং ০২টি খাদ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট। অভিযোগগুলো তদন্তাধীন রয়েছে।

চ. আইসিটি সেল: সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরেরবিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত/বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হল:

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নথি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে এবং সকল কর্মকর্তা ই- ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার করেন।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে online Grivence Redress System প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোন নাগরিক যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন এবং অভিযোগের ফলাফল দেখতে পারবেন।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বৈদেশিক ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বৈদিশিক ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়েছে।
- খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস)কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ওএমএস এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং খাদ্য অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ছুটির আবেদন অনলাইনে গ্রহন ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত Suit Information System নামক সফটওয়্যার আরো যুগোপোযোগী করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১,৩৬৫টি মামলার তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে।
- জনবল তথ্য ব্যবস্থাপনা: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রভৃতি ডাটাবেজে সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী Personal Information Management System (PIMS) নামক অনলাইন ভিত্তিক একটি সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফ্টওয়্যারে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৯,৩৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।
- অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ):খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য অনলাইন অডিট (অভ্যন্তরীণ) ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দুত অডিট নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

- ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রম:বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ICT প্রকল্পের মাধ্যমে মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচেছ। এ প্রকল্পের Sub-Component B2এরআওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন এবং E-Service ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে Service Delivery সহজতর করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছেঃ
  - ✓ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন;
  - ✓ সকল কার্যালয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন;
  - ✓ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
  - ✓ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা;
  - ✓ দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
  - ✓ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.mofood.gov.bd)এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgfood.gov.bd) বাংলা ও ইংরেজীতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদ করা হয়েছে। সাইটসমূহে গুরত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃখাদ্যশস্য মজুদ, সংগ্রহ, খালাস, বিলি-বিতরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, তথ্য অধিকার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নিয়োগ/বদলি/পদোন্নতি/প্রজ্ঞাপন, আইন/বিধি/নীতিমালা, ফটোগ্যালারী ইত্যাদি সন্নিবেশিত আছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে (অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় পর্যন্ত) ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং সরকারি সকল পত্রে ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে।

	খাদ্য ভবন	মাঠ পর্যায়ের স্থাপনা	মন্তব্য
কম্পিউটার	১৪১	৬৫	• ই-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের এবং মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সমূহের জন্য কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয়, ক্রয়ের জন্য অনুমোদন ও অর্থমঞ্জুরী দেওয়া হয়।
ল্যাপটপ	০২	-	
প্রিন্টার	০৭	৬৭	
স্কেনার	০২	৬৫	
ইউপিএস		৬৫	
নতুন কম্পিউটার গুলোতে Network সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।			

চিত্র-OMS App

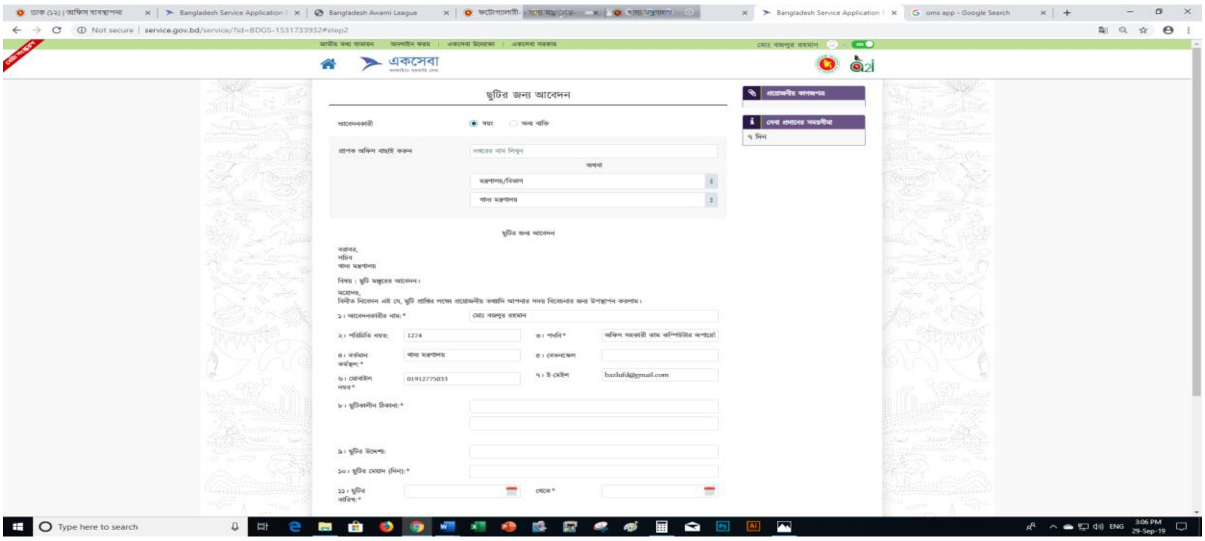

চিত্র-অনলাইনে ছুটির আবেদন

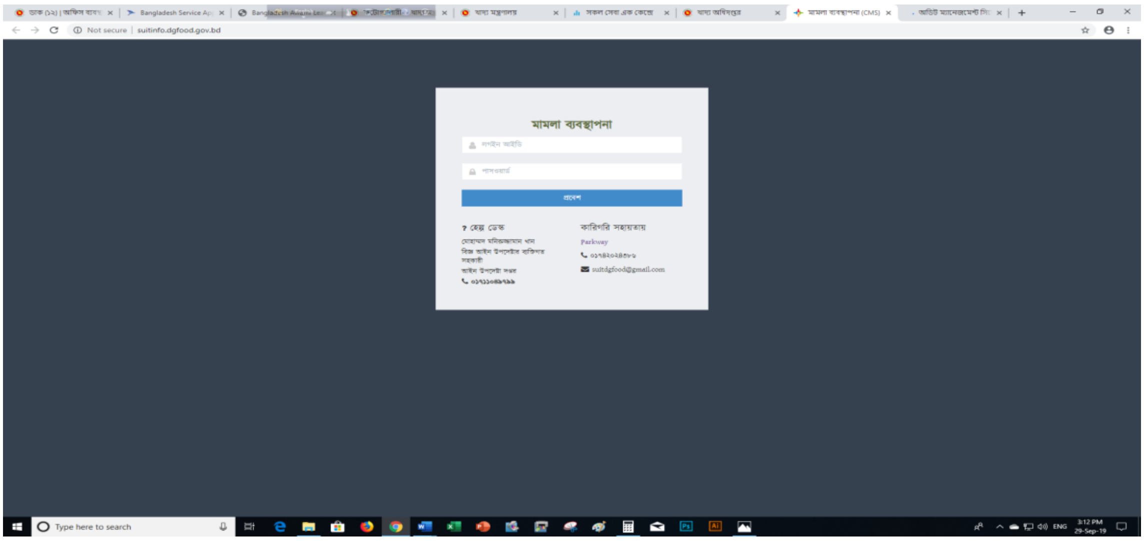

চিত্র-খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার

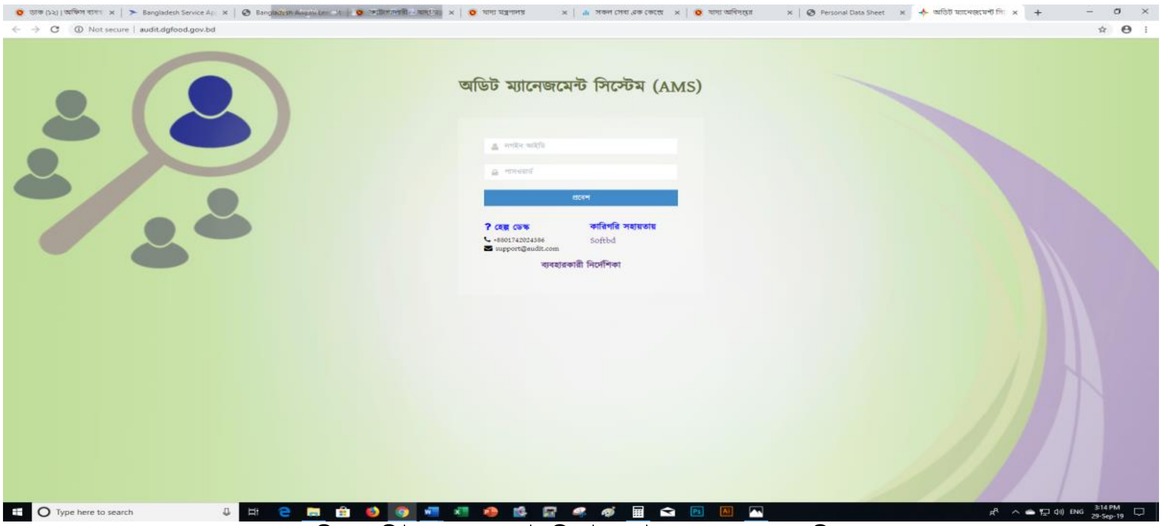

চিত্র-অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফ্টওয়্যার: খাদ্য অধিদপ্তর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা:

গত ০৪.০৭.২০১৮ খ্রি: তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম এবং এবং খাদ্য সচিব জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র: খাদ্য সচিব জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে চুক্তির কপি গ্রহণ করছেন

চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

৬. কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা
৭. নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন
৮. সামাজিক নিরাপত্তা খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ জোরদারকরণ;
৯. খাদ্যশস্যের (ধান, চাল ও গম) বাজারমূল্য স্থিতিশীল ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ
১০. খাদ্যনীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মোট ৫৫ (পঞ্চান্ন)টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ৪৮টি কার্যক্রমে পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে ৪টি কার্যক্রমে আংশিক এবং ৩টি কার্যক্রমে কোন পয়েন্ট অর্জন করেনি। মোটি ১০০ নম্বরের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ৮৮ নম্বর অর্জন করে।

অতিরিক্ত সচিব বেগম সালমা মমতাজ-কে আহবায়ক এবং প্রোগ্রামার জনাব মো: মোবারক হোসেনকে সদস্য সচিব করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট এপিএ বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। কমিটির সার্বিক তত্বাবধানের ফলে গত **২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত সাফল্য অর্জন করেছে:**

- মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে ৭.৫০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে;
- কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ২২ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- বাজারে খাদ্য প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা এবং নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত বিতরণ কর্মসূচিতে ১৪.৫০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্যের রেগুলেটরি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ২টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ওএমএস খাতে ২.৬৮ লাখ মেট্রিক টন গম বিক্রয় করা হয়েছে
- সরকারী খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ২১.৫০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

শুদ্ধাচারঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ৯৭.০৬% নম্বর অর্জিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ন চলমান আছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১-১০ম গ্রেডভূক্ত ক্যাটাগরিতে ০১ (এক) জন জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১১-২০ গ্রেডভূক্ত ক্যাটাগরীতে ০১ (এক) জন জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, অফিস সহায়ক-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

<u>পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ:</u>

ক. পরিকল্পনা-১ শাখা: বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা ২৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে দেশে আধুনিক খাদ্য গুদাম ও সাইলো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২১.৭২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। আরওপ্রায় ৫.৮৬ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম ও সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিকল্পনা-২ ও পরিকল্পনা-৩ শাখায় বর্তমানে কার্যক্রম সীমিত হওয়ায় অনুবিভাগের সকল কার্যক্রম পরিকল্পনা-১ শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ:

ক. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা: খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আমন সংগ্রহ মৌসুমে ৮.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৭ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ আমন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বোরো সংগ্রহ-২০১৯ মৌসুমে ৪.০০ লাখ মে:টন ধান, ১০.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ১.৫০ লাখ মে:টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাক্রমে ৩,৯৯,৮৬১ মে. টন ধান, ৯,৯৯,৯৮৬ মে. টন সিদ্ধ চাল ও ১,৪৯,৯৮৮ মে. টন আতপ চাল সংগৃহিত হয়। গম সংগ্রহ-২০১৯ মৌসুমে ০.৫০ লাখ মে:টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতের ৪৪,১৫৮ মে. টন গম সংগৃহিত হয়। গমের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৮.০০ টাকা, বোরো সংগ্রহ-২০১৯ মৌসুমে ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৬.০০ টাকা, সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ৩৬.০০ টাকা এবং আতপ চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজে ৩৫.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ সংগ্রহ অভিযান সরেজমিন পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ২০ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

খ. বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ০.১৫ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে এ অর্থবছরে ৪.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম এর ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে এবং জি টু জি ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে ১.০০ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে ৩,৮০,০০০ মেট্রিক টন সরবরাহকারী কর্তৃক ইতোমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১,৭০,০০০ মেট্রিক টন শীঘ্রই সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

গ. সরবরাহ-১ শাখা:

১। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা" ক্লাস্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভা ৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে সকল সদস্য মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি মনিটরিং করা হয়।

২। স্বল্প মূল্যে রেশনঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিক), সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশবাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে স্বল্প মূল্যে রেশন প্রদান অনুমোদন করা হয়।

৩। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদিরদ্র পরিবারকে তালিকাভক্ত করা হয়েছে এবং বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতিকেজি ১০/- টাকা মূল্যে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৮ শত ৩৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ২৪টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে তা ১০০টি উপজেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুষ্টিচাল বিষয়ক সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি পুষ্টিচাল সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় করে।

৪। খোলা বাজারে বিক্রয়(ওএমএস): এ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্যের বাজারমূল্যের উর্দ্ধগতির প্রবণতা রোধ এবং নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে ওএমএস কর্মসূচীতে চাল ও আটা বিক্রয় করা হয়। ইহা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচি। বর্তমানে ওএমএস কর্মসূচীতে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল এবং ১৮ টাকা কেজি দরে আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রম ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯,০৩১ মেঃ টন চাল বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়। ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২,৬৪,০৩৪ লাখ মে. টন গম আটা তৈরি করে ও ৯,০০৩ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। ওএমএস কার্যক্রমে বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রে খোলা আটার পরিবর্তে ২ কেজি প্যাকেটজাত আটা সাশ্রয়ী মূল্যে (প্যাকেট ৪২ টাকা, অনুরূপ ২কেজির খোলাবাজারে দাম ৬৫ টাকা) বিতরণ করা হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারিত করা হবে।

চিত্র-খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ কর্তৃক ওএমএস কর্মসূচির প্যাকেট আটা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন

৫। ময়দা মিল তালিকাভূক্তি ও পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪০টি ময়দাকলের তালিকাভূক্তির অনুমোদন করা হয় এবং মিলের বিপরীতে গম বরাদ্দ দেয়া হয়।

ঘ. সরবরাহ-২: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরবরাহ-২ শাখা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

(১) মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে ১.০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(২) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন নারায়ণগঞ্জ সাইলো জেটিতে ব্যবহৃত পুরাতন আনলোডার অপসারণপূর্বক তদস্থলে প্রতি ঘন্টায় ২০০ মে: টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ০২ (দুই) টি Stationary Type Pneumatic Ship Unloader ক্রয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান।

(০৩) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, পোর্ট ও ঘাটে ব্যবহারের জন্য ১০০০ টি ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ও ১৮ টি ডিজিটাল ওয়েব্রীজ স্কেল ক্রয়ের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(০৪) সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় "১.০৫ লক্ষ মে:টন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের জন্য ১.০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(০৫) কেন্দ্রীয় খাদ্য পরিবহন ঠিকাদারদের ১০.৫০% কার্যদর বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(০৬) কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে ২.০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(০৭) ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১.৫০ কোটি পিস এবং ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৫.৭০ কোটি পিস মোট ৭.২০ কোটি পিস বস্তা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান (সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি এর নিকট থেকে ৫০% এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৫০% হারে ক্রয়ের শর্তে)।

(০৮) খাদ্য গুদামে মজুদ খাদ্যশস্যের কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০০০টি গ্যাসপ্রুফ শীট ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(০৯) রেল বিভাগের মাধ্যমে অর্পিত কার্য হিসেবে তালশহর রেল স্টেশন থেকে আশুগঞ্জ সাইলো পর্যন্ত ৫.৭২ কি:মি: রেল লাইনের মেরামত ও প্রতিস্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।

(১০) খাদ্য গুদামে রক্ষিত সরকারি খাদ্যশস্যের কীট নিয়ন্ত্রণ/দমন কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫ (পনের মে:টন এলুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) এবং ১২০০০ (বার হাজার) লিটার পিরিমিফস মিথাইল (৫০ ইসি) তরল কীটনাশক ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১২০০০ (বার হাজার) লিটার পিরিমিফস মিথাইল (৫০ ইসি) তরল কীটনাশক ক্রয়ের আর্থিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ:

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে অডিট অধিশাখায় ১ জন অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও হিসাব অধিশাখায় ১ জন উপ সচিব, ১ জন বাজেট অফিসার, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ ১ জন অফিস সহায়ক এবং অডিট-১, ২ ও ৩ শাখায় ৩ জন উপ সচিবসহ ২ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষার সংক্রান্ত কার্যাদি এ অনুবিভাগের সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ও নিরীক্ষা নামে একটি স্বতন্ত্র অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

নিরীক্ষা

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মূলতঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিস্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বাজেট ও অডিট এর নেতৃত্বে (উইং প্রধান) খসড়া ও সংকলন আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তির কাজ হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ কোন নিরীক্ষা ব্যবস্থা নেই। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয় অংশের কার্যক্রম শুধুমাত্র বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানতঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে আসছে।

অডিট আপত্তি: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশীট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছানো হয়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মা্ধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণিভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারি হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে এনে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলণভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

ক. বাজেট শাখা: সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো MTBF (Mid Term Budget Framework) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যস্থাপনা আইন, ২০০৯ এবং অর্থ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে একজন যুগ্ম সচিব/অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বাজেট অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের

নেতৃত্বে বাজেট প্রণয়নে ২টি, সংশোধিত বাজেট প্রণয়নে ১টি এবং বাজেট বাস্তবায়নে ৫টি 'বাজেট বাস্তবায়ন কমিটি' এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া যুগ্ম সচিব/অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে অর্থবছর ভিত্তিক বর্ণনা করা হলো:

(হাজার টাকায়)

ক্র:নং	অর্থ বছর	অনুষ্ঠিত বিএমসি সভার সংখ্যা	ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ
১।	২০১৭-১৮	৭	২	১৪৩৪২,৪৪,১৯	১৩০৪৮,৯৮,৫৭
২।	২০১৮-১৯	৮	১	১৫৭৫১,০৯,৫০	১৪২৩০,৭৮,৩৫
৩।	২০১৯-২০	৩	১	১৭১৫২,৯৯,৮৭	চলমান

খ. হিসাব শাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে হিসাব শাখার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

১। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদির আয়ন ও ব্যয়ন এর দায়িত্ব পালন;
২। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অন-লাইনে বেতন নির্ধারণ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
৩। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বৈদেশিক ভ্রমণ বিল, অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ বিল, আনুষঙ্গিক বিল, আপ্যায়ন বিলসহ অন্যান্য সকল বিল প্রস্তুতকরণ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
৪। মন্ত্রণালয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও সংকলন, ক্যাশ বই ও অন্যান্য রেজিস্টার লিখন, প্রত্যয়ন ও সংরক্ষণ;
৫। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের চাকরী বই লিখন ও সংরক্ষণ;
৬। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের ছুটির হিসাব সংরক্ষণ;
৭। মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;
৮। বেসামরিক অডিট/স্থানীয় ও রাজস্ব অডিটসহ অন্যান্য অডিট কার্যে সহায়তা প্রদান;
৯। হিসাবের সংগতিসাধনসহ হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়াবলি;
১০। গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও চাকুরি সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ;

আইন কোষ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' সংক্রান্ত এ মন্ত্রণালয়ের আইন কোষ শাখায় পাকিস্তান সামরিক শাসন আমলে প্রণীত 'The Food (Special Courts) Act-1956 এবং Food Grains Supply (Preventions of Prejudicial Activity) Ordinace-1979 আইন ২টি বাংলা ভাষায় রুপান্তর করা হয়েছে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ):

এফপিএমইউ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি অনুবিভাগ। ১ জন মহাপরিচালক (গবেষণা পরিচালক থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত বা প্রেষণে যুগ্ম-সচিব, তবে বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত) এর অধীনে ৪ জন গবেষণা পরিচালক, ৬ জন সহযোগী গবেষণা পরিচালক, ৯ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ১ জন নেটওয়ার্ক/ওয়েবসাইট ম্যানেজার, ১ জন ডাটাবেজ ম্যানেজার এবং ১ জন ডকুমেন্টেশন অফিসার এর সমন্বয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে এফপিএমইউ-কে ৪ (চার) টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: (ক) নীতি ও সমন্বয়, (খ) খাদ্যের লভ্যতা, (গ) খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ ও (ঘ) খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার/পুষ্টি। এ অনুবিভাগ বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিবীক্ষণসহ সরকারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ও এর কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত খসড়া বিধিমালা/নীতির উপর খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদান করে থাকে। যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি তৈরি ও প্রয়োগ এর কাজে জড়িত আছে যেমন-খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (FPMC), খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ (FPWG), থিমেটিক টিম (TT) ইত্যাদি-কে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। টিটি ও টিডাব্লিউজি এর সদস্যদের মাধ্যমে এফপিএমইউ মন্ত্রণালয়সমূহের মাঝে কার্যকর সমন্বয় সাধন এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকর মতবিনিময় এবং তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ কার্যক্রম 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঠিক গতি প্রকৃতি উপস্থাপনে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করে আসছে।

জাতীয় খাদ্যনীতি কর্মপরিকল্পনা এবং খাদ্য নিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP) মনিটরিং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি বহুমাত্রিক যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বস্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ

বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability), খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ (access to food) ও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food) সমভাবে অপরিহার্য এবং এটি অর্জনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস চলছে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-1, 2011-15) এর মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ফলে সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি উন্নয়নের জন্য ২০১৬ পরবর্তী হালনাগাদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে ৮ টি কারিগরি দল (Technical Working Group) গঠনের মাধ্যমে ২০১৬-২০ মেয়াদে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় খাদ্যনীতি ও এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৮ (বাংলা সংস্করণ) মন্ত্রণালয়/এফপিএমইউ এর ওয়েবসাইটে (www.mofood.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতির এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চিহ্নিত ২৬ টি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সিআইপির অগ্রাধিকারমূলক ১২টি ক্ষেত্রের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত হয়েছে। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সির প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে ৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিদপ্তর এর তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এমআইএসএন্ডএম), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU) এর ওয়েবসাইটে (www.fpmu.gov.bd) খাদ্য ও খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ ডাটাবেইজ সকলের জন্য (Public) উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুগান্তকারী হিসেবে বিবেচিত।

৩.০ খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৮-১৯)

দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্য প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার (Nutritional Status) উল্লেখযোগ্য উন্নয়নসাধিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার এসব মাত্রা মূলত: দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি তথা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, খাদ্যশস্য আমদানী, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ের চাহিদাকে হিসেবে নিয়ে দেশের আপামর জনগণের পুষ্টিগত অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে পুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2), ২০১৬-২০২১ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। CIP-2 মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৯ প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ:

৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৭৭.৪৬ লাখ মে. টন (চাল ৩৬৪.৫৯ লাখ মে. টন এবং গম ১২.৮৭ লাখ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিচূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১ (এস.বি.৭-১৮ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২৭.১০ লাখ মে. টন, আমন ১৩৯.৯৩ লাখ মে. টন, বোরো ১৯৫৭৬. লাখ মে.টন ও গমের উপাদন ১০.৯৯ লাখ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে। এ হিসাবে মোট চালের উৎপাদন ৩৬২৭.৯ লাখ মে.টন এবং দেশে সর্বমোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৭৩.৭৮ লাখ মে.টন।

সারণী-৩.১: অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন

চাল/গম	২০১৮-১৯		২০১৭-১৮	
	*কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা		বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত	
	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)	আবাদ (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মেঃ টন)
আউশ	১১.২৫	২৭.০২	১০.৭৫	২৭.১০
আমন	৫৬.৪৩	১৪১.৩৪	৫৬.৭৯	১৩৯.৯৩
বোরো	৪৮.৪২	১৯৬.২৩	৪৮.৫৯	১৯৫.৭৬
মোট চাল	**১১৬.১০**	**৩৬৪.৫৯**	**১১৬.১৩**	**৩৬২.৭৯**
গম	৩.৯০	১২.৮৭	৩.৫১	১০.৯৯
মোট খাদ্যশস্য (চাল ও গম)	**১২০.০০**	**৩৭৭.৪৬**	**১১৯.৬৪**	**৩৭৩.৭৮**

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

লেখচিত্র-৩.১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

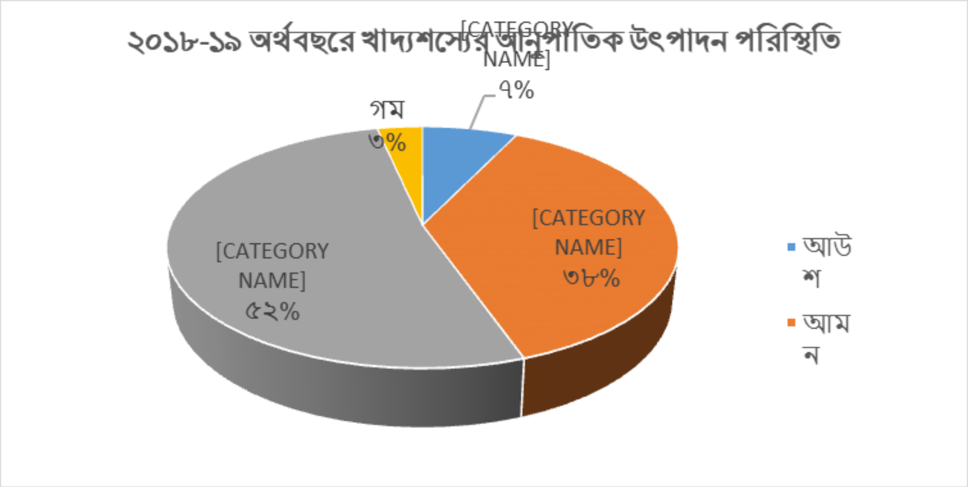

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থে ৬.০০ (চাল ০.৫০ ও গম ৫.৫০) লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ০.১৫ লাখ মে.টন চাল ও ৩.৮১ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের নীতি-কৌশল পরিবর্তনের কারণে দেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি বাজেটে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ২৫.৯৪ লাখ মেঃ টন খাদ্যশস্যের বিপরীতে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৪৯ লাখ মেঃ টন।

৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

গত (২০১৮-১৯) অর্থবছরে (জুলাই/২০১৮-জুন/২০১৯) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী গড় মূল্য পূর্ব অর্থবছরের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় ১৭% ও ১৮% হ্রাস পেয়েছে। জুলাই/১৮ মাসে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী মাসগুলোতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে জুলাই মাসে আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা কম থাকলেও পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণী ৩.২: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী
জুলাই/১৮	৩৭.০৮	৩৪.৭৭	২৫.৩০	২২.৯১	২৫.৩১	২২.৮১
আগস্ট/১৮	৩৬.৪৯	৩৪.১৯	২৫.৬১	২৩.১৪	২৫.৪৮	২৩.০৫
সেপ্টেম্বর/১৮	৩৬.৩২	৩৩.৭৬	২৬.৩০	২৩.৮৭	২৬.৫০	২৩.৯৮
অক্টোবর/১৮	৩৪.৮৩	৩২.৪৭	২৬.৮১	২৪.২৬	২৬.৫৮	২৪.০৩
নভেম্বর/১৮	৩৩.৬১	৩১.২৫	২৬.৯৫	২৪.৪০	২৬.৮৮	২৪.৩৬
ডিসেম্বর/১৮	৩২.৫৭	৩০.২৫	২৬.৫০	২৩.৮৬	২৬.৯৬	২৫.০২
জানুয়ারি/১৯	৩৩.০২	৩০.৮০	২৭.৩৬	২৫.৬২	২৮.১২	২৫.৬৩
ফেব্রুয়ারি/১৯	৩২.৩৮	২৯.৯৫	২৮.১৮	২৫.১১	২৮.০৯	২৫.৬৩
মার্চ/১৯	৩১.৩২	২৮.৭১	২৮.৪২	২৫.৮৩	২৮.০৬	২৫.৫৭
এপ্রিল/১৯	৩০.৬৯	২৮.১৩	২৬.৮৯	২৩.৭৮	২৬.০৬	২৫.০০
মে/১৯	২৯.৭৪	২৭.৪০	২৬.৯৩	২৪.১৭	২৬.৯৬	২৪.৩১
জুন/১৯	২৯.১১	২৬.৬৪	২৬.৪৩	২৩.৯৮	২৬.৭২	২৪.১২
গড় (২০১৮-১৯)	**৩১.১০**	**৩০.৬৯**	**২৬.৮১**	**২৪.২৪**	**২৬.৮১**	**২৪.৪৬**

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)।

লেখচিত্র-৩.২: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

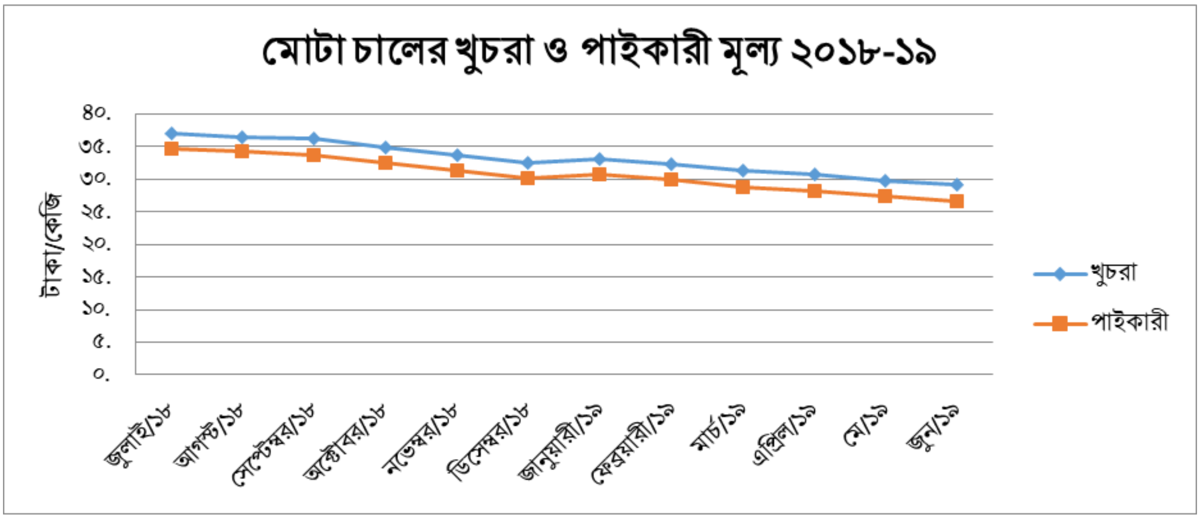

লেখচিত্র-৩.৩: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

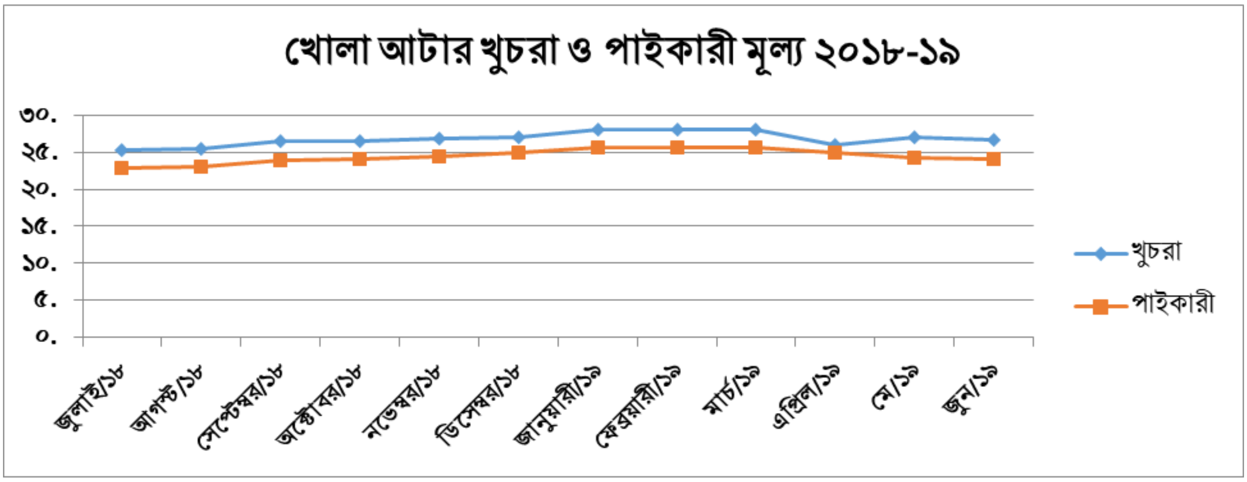

৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে (জুলাই/১৮-জুন/১৯) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য দেশ ও প্রকারভেদে হ্রাস বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ভারতে এ চিত্র বিপরীত দেখা যায়। সিদ্ধ চালের **(৫% ভাঙ্গা)** রপ্তানি মূল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/১৮ মাসের তুলনায় জুন/১৯ মাসে থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ১০%, ১৪% ও ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভিয়েতনাম (আতপ) তা প্রায় ৭% হ্রাস পেয়েছে । একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের লাল নরম গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য প্রায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে, ইউক্রেনীয় গমের মূল্য অপরিবর্তিত ও রাশিয়ান মিলিং গমের মূল্য ১% হ্রাস পেয়েছে।

মাস	চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	১৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/১৮	৩৫৩.৬০	৩৫২.৪০	৩৩৩.৬০	৩৫৭.৬০	২০৩.০০	২০২.০০	২০৬.০০
আগস্ট/১৮	৩৬৫.০০	৩৪২.৫০	৩৩৮.৭৫	৩৬০.০০	২২১.০০	২২৬.০০	২২৮.০০
সেপ্টেম্বর/১৮	৩৬২.৭৫	৩৫২.০০	৩৪২.০০	৩৪৯.৫০	২০৩.০০	২১৯.০০	২২২.০০
অক্টোবর/১৮	৩৭৫.৮০	৩৫৫.৬০	৩৪৭.৮০	৩৫৫.০০	২১০.০০	২৩০.০০	২৩২.০০
নভেম্বর/১৮	৪১৬.০০	৩৫৭.৭৫	৩৬৪.২৫	৩৭৬.২৫	২১০.০০	২২৬.০০	২২৯.০০
ডিসেম্বর/১৮	৪২৮.২৫	৩৪৮.০০	৩৮৪.০০	৩৫৭.৫০	২১৭.০০	২৩২.০০	২৩৫.০০
জানুয়ারি/১৯	৪৪৯.৬০	৩৪২.২০	৩৮৬.০০	৪১৬.০০	২১৯.০০	২৩৭.০০	২৪২.০০

মাস	চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	১৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
ফেব্রুয়ারি/১৯	৩৮৫.৭৫	৩৯৪.২৫	৩৬১.৭৫	৪০০.২৫	২২১.০০	২৪০.০০	২৪৫.০০
মার্চ/১৯	৩৭৫.৮০	৪০৪.০০	৩৭১.৪০	৩৮২.৪০	২০২.০০	২২৮.০০	২২৯.০০
এপ্রিল/১৯	৩৭৬.২৫	৩৭৩.৭৫	৩৭২.৭৫	৩৯০.২৫	১৯৭.০০	২২৩.০০	২২৬.০০
মে/১৯	৩৮৯.২৫	৩৪৮.৫০	৩৮৫.০০	৩৯০.০০	১৯৯.০০	২০৯.০০	২১২.০০
জুন/১৯	৩৮৭.৫০	৩২৯.০০	৩৮০.৫০	৩৮২.০০	২২৩.০০	২০২.০০	২০৩.০০
গড় (২০১৮-১৯)	**৩৮৮.৮০**	**৩৫৮.৩৩**	**৩৬৩.৯৮**	**৩৭৬.৪০**	**২১০.৪২**	**২২২.৮৩**	**২২৫.৭৫**

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.inf

সারণী ৩.৩: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

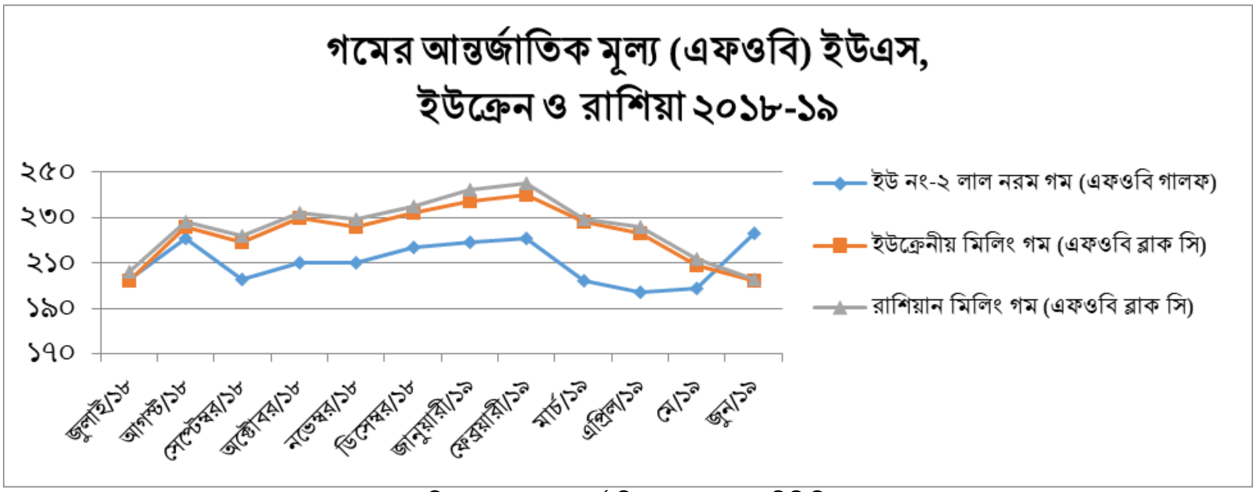

লেখচিত্র ৩.৪: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের গড় মূল্য পূর্ব বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

৩.২.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি:

খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য বা Staple foodএর মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এবং দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস থেকে প্রকাশিত হাউসহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালে ৪০% থেকে ২০১০ এ ৩১.৫% এ নেমে এসেছিল। বিবিএসের হাউসহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১৬ এর প্রিলিমিনারী রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩%। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২১.৮% (প্রক্ষেপন)। খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসহ সরকারের নানা গণমুখী সময়োপযোগী এবং বাস্তব কর্মসূচির ফলে এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে যেখানে ১ দিনের মজুরী দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল কেনা যেত, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ দিনের কৃষি মজুরী দিয়ে প্রায় ৯ কেজি মোটা চাল কেনা যায় (সূত্রঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৭)।

বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি

খাদ্য নিরাপত্তার ৩টি ধাপের মধ্যে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যের লভ্যতা এবং প্রাপ্যতার দিক দিয়ে অনেক উন্নতি লাভ করলেও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টির দিক দিয়ে এখনো আরো উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টি বা খর্বতার (stunting) হার ২০০৪ সনে ৫১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সনে ৩১% হয়েছে। কম

ওজন (underweight) সম্পন্ন অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের হার ২০০৪ সনে ৪৩% থেকে কমে ২০১৭-১৮ সনে ২২% এ নেমে এসেছে। এছাড়া অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি অপুষ্টি বা কৃশকায়তার (wasting) হার ২০০৪ সনে ১৫% থেকে কমে ২০১৭-১৮ সনে ৮% এ নেমে এসেছে। তবে এসডিজি টার্গেট অনুযায়ী অপুষ্টির এই হার আরো কম হওয়া উচিত।

টেবিল-৩.৪ বাংলাদেশের অনুর্ধ্ব ৫ বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	**২০১৭-১৮**	**২০০৪**
খর্বতার (stunting) হার (%)	৩১.৫	৫১
কম ওজন (underweight) এর হার (%)	২২	৪৩
কৃশকায়তার (wasting) হার (%)	১৫	৮

সূত্রঃ বিডিএইচএস ২০১৭-১৮, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯

শিশু অপুষ্টি হ্রাসে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে সফলতা পেয়েছে। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি সাধন এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত "জিরো হাঙ্গার বা ক্ষুধার অবসান" চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট(এফপিএমইউ)-খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) 'অপুষ্টি দূরিকরণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা' (মাচ)' প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে তৃতীয় বারের মত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপনকালে গত ২৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখ শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) দিনব্যাপি 'নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯" অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: একটি পুষ্টি উন্নত বিশ্বের জন্য তারুণ্যের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ।

দেশে বিরাজমান অপুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সারা দেশে নিউট্রিশন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নিউট্রিশন ক্লাব কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগগুলোকে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ২৪০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের কণ্ঠস্বরে প্রতিফলনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন বার্তাসমূহ প্রচারিত হচ্ছে। নিউট্রিশন ক্লাব কিশোর-কিশোরী ও তরুণদেরকে পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহণে সদভ্যাস অনুশীলন এবং বন্ধু-বান্ধব, পরিবার পরিজন ও তাদের নিজ নিজ এলাকার জনগণের মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য একটি ফোরাম হিসাবে কাজ করছে ।

নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯-এ প্রায় ৭০০ জন তরুণ-তরুণী, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং একাডেমিয়া থেকে প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০০ জন উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

সমাপনী অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি।

চিত্র: নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এর উদ্দেশ্যসমূহ:

নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯-এর সার্বিক উদ্দেশ্য ছিল "সকলের পুষ্টিমান উন্নয়নে এবং বিশেষত: কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা ও খাদ্য গ্রহণে সদভ্যাস অনুশীলনে উদ্ভাবনী উপায়গুলোর সন্ধানে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের তরুণদের নেটওয়ার্কগুলোকে উৎসাহ প্রদান"। পুষ্টি উন্নয়নে এক প্ল্যাটফর্মে একত্রে কাজ করার জন্য নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ সহস্রাধিক কিশোর-কিশোরী ও তরুণসহ কৃষি, খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি খাতকে একত্রিত করেছিল। উদ্দেশসমূহ ছিল:

১) নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ তরুণদের সম্পৃক্ত করে পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করার সামর্থ্য তৈরি করা,

২) নেতৃত্ব প্রদানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করে পুষ্টি উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে টেকসইভাবে জিরো হাঙ্গার বা ক্ষুধার অবসান সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবদান রাখবে,

৩) বাংলাদেশের জন্য একটি যথোপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখা, এবং

৪) তরুণ সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে যূথবদ্ধতা শক্তিশালী করার জন্য কাজ করা,

৫) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে যুবসমাজের নেতৃত্বের দক্ষতা এবং গভীর কারিগরি জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এ গৃহীত কার্যক্রম:

জাতীয় পুষ্টির উন্নয়নে নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড আয়োজন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিগণের বক্তব্য এই আয়োজনকে উৎসাহিত করেছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বিশেষভাবে মা ও শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা, বয়ঃসন্ধিক্ষণ প্রাপ্ত মেয়েদের অপুষ্টি এবং ওজনাধিক্য জনিত পুষ্টি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে খাদ্যমান ও পুষ্টি উন্নত করার জন্য কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের সাথে সম্পৃক্ত হবার উপর জোর দিয়েছেন যা এসডিজি-সমূহ বিশেষ করে এসডিজি-২ তে অবদান রাখবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ইউএসএআইডি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের পুষ্টি উন্নয়নে অধিকতর সহায়তা প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত নিউট্রিশন ক্লাব এর তরুণ তরুণীদের দ্বারা পুষ্টি উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ততা ব্যক্ত করে দৃঢ় কণ্ঠে শপথ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন নিউট্রিশন ক্লাবের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০১৯ এ নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতাসমূহ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে-

- ফুড ডিজাইন প্রতিযোগিতা
- ওপেন ইন্টারনেট চ্যালেঞ্জ
- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের চার্ট/তালিকা প্রণয়ন
- রন্ধন প্রতিযোগিতা
- ‘ক্ষুধা ও অপুষ্টি মুক্ত বিশ্ব’ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। দিনব্যাপী এই নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানের আয়োজন দেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এ প্রত্যাশা করে সমাপণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি’র) সভায় প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৬.০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ ভাবে ৬.০০ লাখ মেঃ টন সিদ্ধ আমন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এফপিএমসি’র পূর্ব-সিদ্ধান্তের আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে বিতরণ চাহিদা মিটিয়ে সরকারি মজুদ বৃদ্ধিকল্পে নির্ধারিত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত ২.০০ লাখ মেঃ টন সিদ্ধ চালসহ মোট ৮.০০ লাখ মেঃটন আমন সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করে। সংগ্রহের সময়সীমা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে ৭ দিন বর্ধিত করে ০৭/০৩/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধিারিত হয় এবং সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এফপিএমসি’র পরবর্তী সভায় (২৮/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে) বর্ধিত সময়সীমাসহ সংগৃহিত অতিরিক্ত ২.০০ লাখ মেঃটন আমন চাল সংগ্রহের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসি’র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রতি কেজি ২৮ টাকা দরে ৫০ হাজার মে.টন গম কেনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতের ৪৪,১৫৮ মে. টন গম সংগৃহিত হয়।
গত ২৮/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে এফপিএমসি’র সভায় ২০১৯ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে (০২/০৫/২০১৯-৩১/০৮/২০১৯ খ্রিঃ) প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৬.০০ টাকা হিসাবে ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৬.০০ টাকা হিসাবে (প্রতি কেজি আতপ চাল ৩৫.০০ টাকা) ১২.৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ১০.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন) ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ০২.০৫.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয় বাস্তবতার নিরিখে সরকারি মজুদ বৃদ্ধিকল্পে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত ২.৫০ লাখ মেঃটন ধান লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাক্রমে ৩,৯৯,৮৬১ মে. টন ধান, ৯,৯৯,৯৮৬ মে. টন সিদ্ধ চাল ও ১,৪৯,৯৮৮ মে. টন আতপ চাল সংগৃহিত হয় অর্থাৎ সর্বমোট ২৩,০৩,৯৯৭ (তেইশ লাখ তিন হাজার নয়শত সাইত্রিশ) মেঃ টন সংগৃহীত অতিরিক্ত বোরো ধানের অনুমোদন পরবর্তী এফপিএমসি সভায় গ্রহণ করা হয়।

৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.১৫ লাখ মে.টন চাল ও ৩.৮১ লাখ মে.টন গম সর্বমোট ৩.৯৬ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে চাল ও গম আমদানির সংস্থান রাখা হয়েছে যথাক্রমে ২.০০ লাখ মে.টন ও ৫.০০ লাখ মে.টন।

৪.১.৩ বেসরকারি আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫২.৯০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৫১.৫৫ লাখ মেট্রিক টন গম।

সারণী-৪.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৭-১৮) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র

আমদানির পর্যায়		**২০১৮-১৯ (লাখ মেট্রিক টন)**		**২০১৭-১৮ (লাখ মেট্রিক টন)**	
		চাল	গম	চাল	গম
সরকারি আমদানি	নিজস্ব অর্থে	০.১৫	৩.৮১	৮.৬৪	৪.০৩
	বৈদেশিক সাহায্য	০.৫৬	০.৯৩	০.২২	১.০২
বেসরকারি আমদানি		১.৩৫	৫১.৫৫	৩০.০৭	৫৩.৭৬
সর্বমোট আমদানি		**২.০৬**	**৫৬.২৯**	**৩৮.৯৩**	**৫৮.৮১**

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর।

৪.১.৪ সমঝোতা স্মারক

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যে সব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে, অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত করে ফেলে বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরুপ সংকটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে গম ও চাল আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ সরকারের MOU রয়েছে।

৪.২ খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বিতরণ

৪.২.১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ সরকারের গণমুখী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮.৩৮ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আর্থিক খাতে ১৫.৮৭ লাখ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১২.৫১ লাখ মেট্রিক টন। উক্ত বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত মোট বিতরণের পরিমাণ ২৫.২০ লাখ মেট্রিক টন; যার মধ্যে আর্থিক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৩.৮৭ লাখ মে. টন ও ত্রাণমূলক খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১১.৩৩ লাখ মে. টন। নিম্নে সরকারি বিতরণ পদ্ধতির (PFDS) আওতায় বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও বিতরণ সারণী ও লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণী-৪.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য বাজেট ও প্রকৃত বিতরণ

পিএফডিএস খাতসমূহ		২০১৮-১৯					
		বাজেট (মেট্রিক টন)			বিতরণ (মেট্রিক টন)		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	ইপি	২১০০০০	১৩৭০০০	৩৪৭০০০	২০১৭৭৯	১৩২২১২	৩৩৩৯৯৩
	ওপি	১৬০০০	৩০০০	১৯০০০	১৭৮৮১	৩৯৭৭	২১৮৫৮
	এলইআই	১২০০০	১১০০০	২৩০০০	৪০৬০	৯৯০২	১৩৯৬২
	ও.এম.এস/ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী/ মুক্তিযোদ্ধা	১০০০০০	৩৫০০০০	৪৫০০০০	৯০৩১	২৬৪০২৭	২৭৩০৫৮
	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	৭৪৮০০০	০	৭৪৮০০০	৭৪৩৮৩৮	০	৭৪৩৮৩৮
	উপ-মোট:	১০৮৬০০০	৫০১০০০	১৫৮৭০০০	৯৭৬৫৮৯	৪১০১২০	১৩৮৬৭০৯
অ-আর্থিক খাত	কাবিখা	১৪০০০০	১১৯২৩০	২৫৯২৩০	২০১০২২	১৮৯৩১	২১৯৯৫৩
	ভিজিডি	৩৬৭২০০	০	৩৬৭২০০	৩৬৪৭০৮	০	৩৬৪৭০৮
	জিআর	১২৫০০০	০	১২৫০০০	৫৫২৬৬	০	৫৫২৬৬
	ভিজিএফ	৪২০০০০	০	৪২০০০০	৪১৬৩২৪	০	৪১৬৩২৪
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ও অন্যান্য	৫০০০০	৩০০০০	৮০০০০	৫৯১১৭	১৬৯৬০	৭৬০৭৭
	উপ-মোট:	১১০২২০০	১৪৯২৩০	১২৫১৪৩০	১০৯৬৪৩৭	৩৫৮৯১	১১৩২৩২৮
সর্বমোটঃ		২১৮৮২০০	৬৫০২৩০	২৮৩৮৪৩০	২০৭৩০২৬	৪৪৬০১১	২৫১৯০৩৭

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর

লেখচিত্র-৪.১: বিগত ২০১৮১-৯ অর্থবছরে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের চিত্র

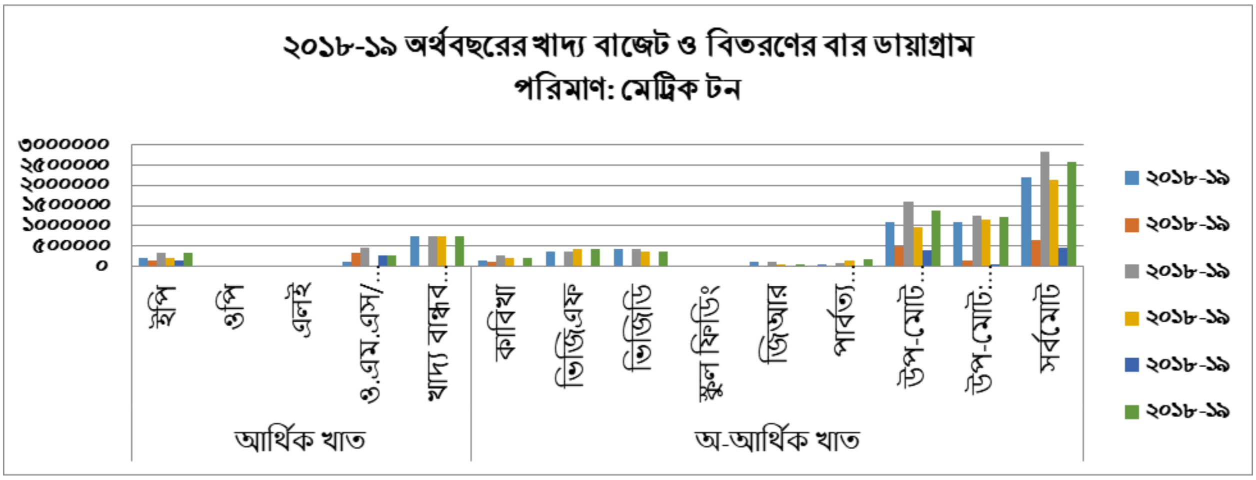

৪.৩.২ খাদ্যশস্য মজুদ

০১ জুলাই ২০১৮ তারিখে দেশের খাদ্য গুদামসমূহে সরকারি মোট মজুদ ছিল ১৩.১৫ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) মজুদের পরিমাণ (মাসের সমাপ্তি মজুদ) নিচের সারণীতে দেখানো হ'ল।

সারণী -৪.৯: মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুদ (২০১৮-১৯)

মাস	চাল (লাখ মেঃ টন)	গম (লাখ মেঃটন)	মোট (লাখ মেঃটন)
১	২	৩	৪
জুলাই/১৮	১২.৯৮	২.৭৩	১৫.৭১
আগস্ট/১৮	১৩.২৯	২.৪২	১৫.৭১
সেপ্টেম্বর/১৮	১৩.৩৯	২.৩৮	১৫.৭৭
অক্টোবর/১৮	১১.০৮	২.৬৪	১৩.৭২
নভেম্বর/১৮	৯.০৮	২.২৭	১১.৩৫
ডিসেম্বর/১৮	১০.৯৭	১.৮০	১২.৭৭
জানুয়ারি/১৯	১৩.৪৩	১.৭৪	১৫.১৭
ফেব্রুয়ারি/১৯	১৪.৩২	১.৪৪	১৫.৭৬
মার্চ/১৯	১২.৩৭	১.৫৫	১৩.৯২
এপ্রিল/১৯	১০.৩৬	১.৯৩	১২.২৯
মে/১৯	১০.৯৬	২.১৫	১৩.১১
জুন/১৯	১৩.০৭	২.৯১	১৫.৯৮

লেখচিত্র-৪.২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্য (চাল ও গম) বিতরণ

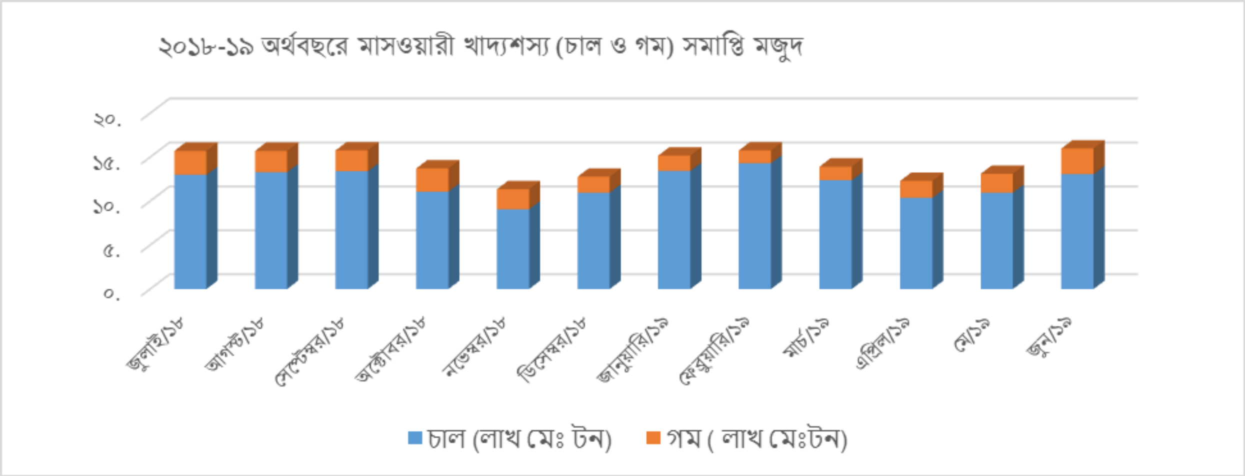

৮. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

৮.১ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভাপতি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানী), মজুদ, বিতরণ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

০৯/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদস্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখা।
- ২০১৮ সালের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে বর্ধিত সময়াসীমাসহ (১৫.০৯.২০১৮ খ্রি:) অতিরিক্ত ৩.৫০ লাখ মে. টন বোরো সিদ্ধ চাল, ০.৫০ লাখ মে. টন বোরো আতপ চাল এবং ১,২৩, ০০০ মে. টন বোরো ধানকে চালে রূপান্তর করে ৭৯,৯৫০ মে. টন বোরো চাল সংগ্রহের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা।
- নামমাত্র মূল্য নির্ধারণ করার বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়ে বিবেচনা করা।
- কক্সবাজার অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপন করা।

১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদস্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখা।
- ভুট্টার উৎপাদন, আমদানি ও এলসি পরিস্থিতির তথ্য এফপিএমসি সভায় উপস্থাপন করা।
- ২০১৮-১৯ সালে সরকারিভাবে আমন সংগ্রহ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ উৎস্য থেকে ৬.০০ লাখ মে.টন সিদ্ধ আমন চাল সংগ্রহ করা।
- ২০৮-১৯ অর্থবছরে আমন ফসল থেকে প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৬.০০ টাকা হিসাবে সংগ্রহ করা হবে। আমন সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ০১ ডিসেম্বর, ২০১৮ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।
- সমুদ্রে ও হাওড় অঞ্চলে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন মৎস্যজীবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বাবদ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তী এফপিএমসি সভায় আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২৮/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদস্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখা।
- ২০১৯ সালের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৫০ হাজার মে. টন গম সংগ্রহ করা, গমের সরকারি সংগ্রহ মূল্য কেজি প্রতি ২৮/-টাকা, গম সংগ্রহের সময়সীমা ১ এপ্রিল ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত করা, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মন্ত্রণালয় গম সংগ্রহের পরিমাণ ও সময়সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারার ক্ষমতা দেয়া এবং ১.০০ লাখ মে.টন গম বৈদেশিক উৎস থেকে জিটুজি পদ্ধতিতে আমদানি করা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমন সংগ্রহ মৌসুমে বর্ধিত সময়সীমাসহ অতিরিক্ত ১,৯৯,৯৬৭ মে.টন আমন চাল সংগ্রহের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

- ২০১৯ সালের বোরো ফসল থেকে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৬.০০ টাকা হিসাবে ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৬.০০ টাকা হিসাবে (প্রতি কেজি আতপ চাল ৩৫.০০ টাকা) ১২.৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল (সিদ্ধ চাল ১০.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং আতপ চাল ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন) চাতাল ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বোরো সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।
- সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন মৎস্যজীবী পরিবারকে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে বিশেষ ভিজিএফ কার্যক্রম হিসেবে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৫.১৬ লাখ জেলেকে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে এবং এ খাতে ব্যয়িত অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বরাদ্ধ থেকে সংস্থান করতে হবে।

৮.১.১ খাদ্য নিরাপত্তায় দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2) মনিটরিং

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার মত জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বস্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2 2016-21) প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2 2016-21) এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP-2 2016-21) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১৯ (বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ) মন্ত্রণালয়/এফপিএমইউ এর ওয়েব সাইটে (www.mofood.gov.bd/www.fpmu.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

৮.১.২ পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি তৈরি, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে জড়িত আছে যেমন, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি), থিমেটিক টিম (টিটি), খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ (FPWG) ইত্যাদি তাদেরকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। এফপিএমইউ প্রাথমিকভাবে থিমেটিক টিমের সভা এবং অনানুষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং তথ্য উপাত্ত বিনিময় শক্তিশালী করার কাজে নিয়ুক্ত থাকে।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় -'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ'এর নির্দেশনায় থিমেটিক দলসমূহ জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি-২ মনিটরিং করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা থেকে আর্থিক উপাত্ত এবং সিআইপির লক্ষ্য ও ফলাফল ' সূচকের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বার্ষিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করে। এছাড়াও থিমেটিক টিমসমূহ অংশীদারদের নিয়ে পরামর্শমূলক সভার মাধ্যমে মনিটরিং রিপোর্টের খসড়া প্রণয়ন করে এবং এর ফলাফল পর্যালোচনা করে থাকে। এই সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকরীভাবে সমন্বয় এবং সফলভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করার একটি সুন্দর পদ্ধতি হিসেবে এটি (এফপিএমইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮.১.৩ নীতি উন্নয়ন / চলমান কর্মসূচি

নতুনভাবে এবং দ্রুত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ এফপিএমইউ-তে নেয়া হয়েছে। প্রথমেই বিভিন্ন পর্যায়ের ৭টি কমিটি (৫টি কারিগরি উপ-কমিটিসহ) করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে এতদসংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা, কৌশলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা সমাপ্ত হয়েছে। কয়েকটি আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বৈঠক এবং ৫টি কারিগরি উপ-কমিটির বৈঠক জুন ২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ অনুযায়ী মে, ২০২০ সালের মধ্যে নতুন নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।

এফপিএমইউএ-র উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কারণে থিমেটিক টিম (টিটি) সদস্যদের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহ নিশ্চিতকরণসহ মনিটরিং রিপোর্টের গুণগতমান এবং ব্যবহৃত আর্থিক তথ্য-উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হচ্ছে। টিটি ও খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপের'সদস্যদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকর মতবিনিময় এবং তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ কার্যক্রম 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঠিক গতি প্রকৃতি উপস্থাপনে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করে আসছে। এছাড়া, টিটি সদস্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ মনিটরিং ডাটাবেজ হালনাগাদকরণে সহায়তা করে, যা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। টিটি সদস্যগণ সিআইপি-এর আর্থিক উপাত্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই-পূর্বক পরিবীক্ষণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে সরবরাহ করে আসছে। উপরন্তু, 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-'এর আর্থিক তথ্য উপাত্ত পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এর সাথে মিলিয়ে সত্যয়ন করা হয়।

এফপিএমইউ (FPMU) এর বর্ধিত ভূমিকা:

এফপিএমইউ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বহুমুখী (multi-sectoral) নীতি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তার অবস্থানকে অনেক শক্তিশালী করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং নীতি প্রণয়ন বিষয়ক সহায়তা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এফপিএমইউ-এর অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা-২। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক গভর্নেন্স প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন: নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে এফপিএমইউ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও এফপিএমইউ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে এসডিজি'র লক্ষ্য-২ "ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন" এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত আছে।

৮.১.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনফরমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে খাদ্য অধিদপ্তর এর তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এমআইএসএন্ডএম), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং হেলেনকেলার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU) এর ওয়েবসাইটে www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) হালনাগাদ ডাটাবেইজ সকলের জন্য (Publicly) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

৮.১.৫ প্রকাশনা কার্যক্রম:

এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্যাদি ও বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি২) পরিবীক্ষণ (Monitoring) প্রতিবেদনসহ চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং জনকল্যাণমূলক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা/পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারি বিতরণ এর একটি চিত্র থাকে। সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে দৈনিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যসমূহের এক সপ্তাহের তুলনামূলক চিত্র বা পরিবর্তন তুলে ধরা হয়। পাক্ষিক প্রতিবেদন (Fortnightly Foodgrain Outlook)-এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Bangladesh Food Situation Report) এ বছর জুড়ে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে। CIP পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে (Monitoring Report) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

সারণী-৮.১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি

প্রতিবেদন/ প্রকাশনার নাম	**২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকাশিত সংখ্যা**
দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৪৮ টি
সাপ্তাহিক খাদ্যশস্যের তুলণামূলক বিবরণী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য)	৫২ টি
পাক্ষিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	২৬ টি
ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন	৪ টি
দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা সিআইপি)-২(বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (অর্থবছর ২০১৭-১৮) ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ	১ টি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন:

মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম গঠন করার পর স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয় ২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। যার একটি হলো- ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি। ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চলের পাশাপাশি খোলা আটা বিক্রি করা হয়। খোলা আটা বিক্রিতে বিভিন্ন অসুবিধা পরিলক্ষিত হওয়ায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ফুড গ্রেডেড প্যাকেটজাতকৃত ওএমএস আটা বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ কার্যক্রম শুরু করা হবে। জনবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, মানসম্মত, সঠিক ওজন এর নিশ্চয়তা দিয়ে ওএমএসের আটা সরবরাহ করা হচ্ছে বিধায় ইতোমধ্যে "ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি" জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগটি হলো ওএমএস মোবাইল এ্যাপ তৈরি। এ এ্যাপটির মাধ্যমে খোলা বাজারে চাল-আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনয়ন করা হয়েছে।

১. **উদ্ভাবনের শিরোনাম**: **"এসিআর ডিজিটালাইজেশন"**। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সরকারি কর্মচারির নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সঠিকভাবে এসিআর পূরণ করা হয় না, বিলম্বে দাখিল করা হয়, যথাসময়ে অনুস্বাক্ষর করা হয় না, যে কোন সময়ে এসিআর হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া, এসিআর এর অবস্থান না জানাসহ নানা ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এতে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তাদের তথ্য সংরক্ষণ, চাকরি স্থায়ীকরণ, বিভিন্ন পদে পদায়ন, পদোন্নতি, গ্রেড প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। উপরন্তু এটি শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ সকল বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম 'এসিআর ডিজিটালাইজেশন' উদ্ভাবনী উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে। একটি Online Based Software এর মাধ্যমে এসিআর এর সকল তথ্য সন্নিবেশন করা হচ্ছে।

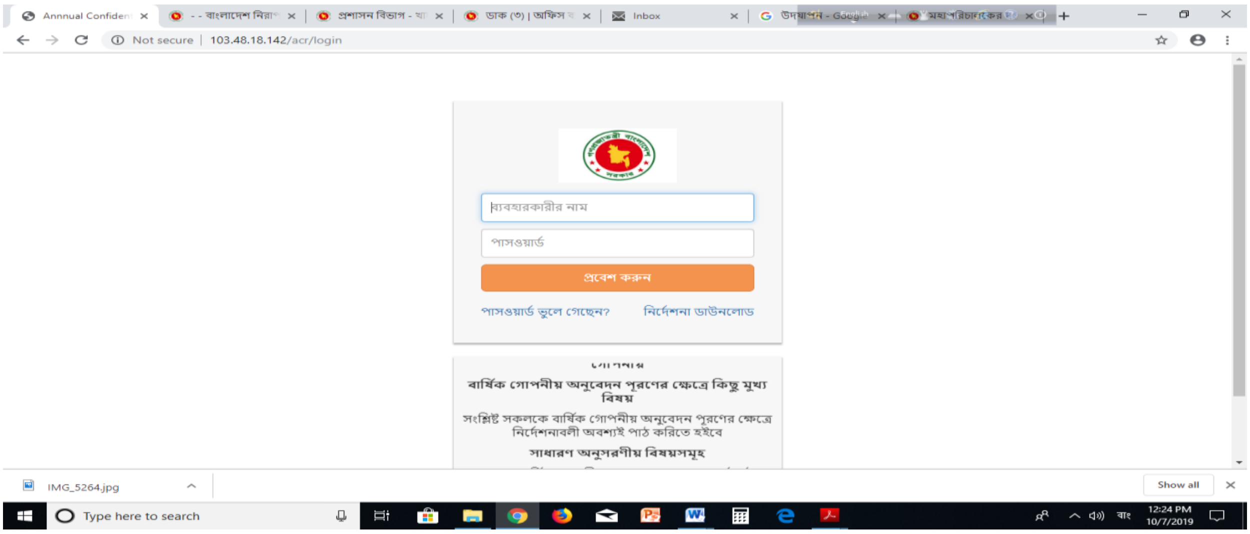

চিত্র: 'এসিআর ডিজিটালাইজেশন' এর Online Based Software

১. **উদ্ভাবনের শিরোনাম**: **"ওএমএস মনিটরিং এ্যাপ এক্সটেনশন"**। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন টিম খোলাবাজারে চাল-আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য মোবাইল এ্যাপ তৈরি করেছে। এই এ্যাপের মাধ্যমে ওএমএস এর কাজে নিয়োজিত ট্রাকের অবস্থান, ট্রাকে অবিক্রিত চাল ও আটার পরিমাণ জানা যায়। বর্তমানে এ এ্যাপটির মাধ্যমে ঢাকা শহরের ওএমএস এর কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে। এই কার্যক্রম চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট বিভাগীয় শহরে সম্প্রসারণের জন্য ওএমএস মনিটরিং এ্যাপ এক্সটেনশন নামে আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

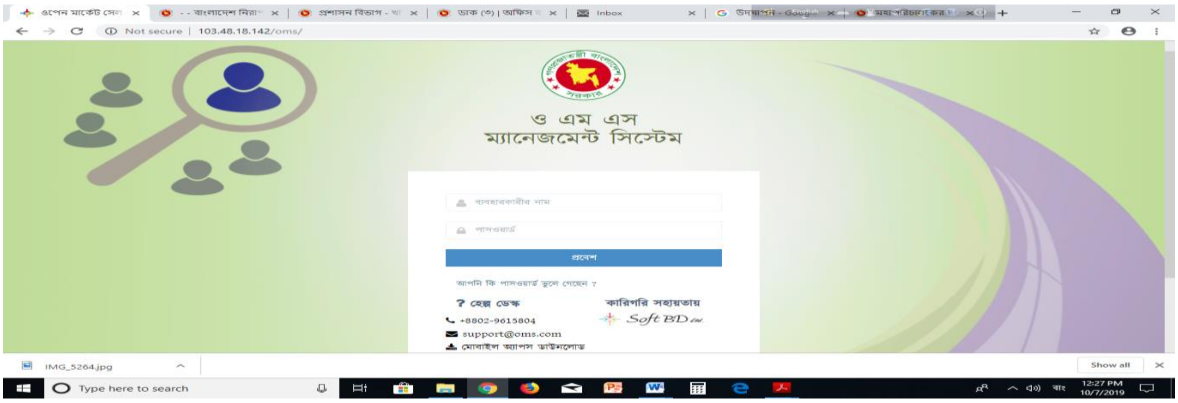

চিত্র: ওএমএস Management System Software

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের SDG-সংক্রান্ত কার্যক্রম

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০) সমন্বয় করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক SDG Mapping প্রণয়ন করা হয়েছে। SDG Mappingঅনুযায়ী প্রণীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়বিভাগের/ সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG কর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(ক) SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলীঃপরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত SDG Mapping অনুযায়ী ১টি টার্গেট (Target 12.3) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Lead Ministry ও ৩টি টার্গেট (Target 2.1, 2.2 ও Target 2.c) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministry হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া ১২টি টার্গেট (Target-1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Associate Ministry হিসেবে কাজ করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট ৭টি SDG Goal এর ১৬টি Target এবং ২৫টি Indicator নিম্নরূপ:

Role of Ministry of Food	Related Goals of SDG (7 goals)	Related Targets of SDG (16 targets)	Related indicators of SDG (25 indicators)
Ministry of Food as Lead Ministry	Goal 12	Target 12.3	12.3.1
Ministry of Food as Co-Lead Ministry	Goal 2	Target 2.1, 2.2, 2.c	2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.c.1
Ministry of Food as Associate Ministry	Goal 1, Goal 2, Goal 5, Goal 6, Goal 8, Goal 12, Goal 17	Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18	1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.3.1, 2.4.1, 5.4.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 12.1.1, 17.18.1, 17.18.2, 17.18.3

(খ) Lead এবং Co-Lead Ministry হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট Performance Measurement Indicator সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

A. Ministry of Food as Lead Ministry (Target 12.3)

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Division	Associate Ministries/ Division
1	2	3	4
Target 12.3. By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses	12.3.1 Global Food Loss Index (GFLI)	*Lead:* **Ministry of Food** (MoF) *Co-Lead:* MoA	MoInf; MoC; MoFL; SID;

B. Ministry of Food as Co-Lead Ministry (Target 2.1, 2.2, 2.c)

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Division	Associate Ministries/ Division
1	2	3	4
2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round	2.1.1 Prevalence of under-nourishment	*Lead:* MoA; *Co-Lead:* MoFL *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoDMR; MoHFW; MoInd; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID;
	2.1.2 Prevalence of population with moderate or severe food insecurity, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES)	*Lead:* MoA; *Co-Lead:* MoFL *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoDMR; MoHFW; MoInd; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID
Target 2.2. By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons.	2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 *SD from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under five years of age.	*Lead:* MoHFW *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoA; MoDMR; MoFL; MoInd; MoSW; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID
	2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 *SD from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under five, disaggregated by type (wasting and overweight)	*Lead:* MoHFW *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)**	MoA; MoDMR; MoFL; MoInd; MoSW; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID
Target 2.c. Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility	2.c.1 Indicator of (food) Price Anomalies (IPA)	*Lead:* MoC *Co-Lead* **Ministry of Food (MoF)**	MoInf; MoPA; SID

(গ) SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলি:

(১) SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করে খাদ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

(২) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট SDG টার্গেটসমূহের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG কর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং নতুন উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৩) SDG-2 (Zero Hunger) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার আলোকে সমগ্র দেশে অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চালু রয়েছে। অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ফর্টিফাইড রাইস বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়া, স্বল্প আয়ের জনগণ যাতে কম মূল্যে খাদ্যশস্য পায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য কর্মসূচি (ওএমএস) কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (VGD, VGF etc.) বাস্তবায়ন করছে।

(৪) দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG-2 বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬টি প্রবিধানমালা এবং ৩টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

(৫) SDG Target 12.3 (By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেইজলাইন স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য FAO এর Technical Cooperation Programme (TCP) হতে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ইআরডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি FAO এর অগ্রাধিকার এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে FAO এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

(৬) সরকারি পর্যায়ে খাদ্য গুদামের ফুড লস হ্রাসের লক্ষ্যে Assessment of current grain losses and identifying reducing them স্টাডির কাজ চলমান রয়েছে। এ ডেলিভারেবলটি SDG 12.3 (Food Loss)এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য মন্ত্রণালয় SDG 12.3 (Indicator 12.3.1)) এর Lead Ministry হিসেবে কাজ করছে। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালনাধীন দেশের ১০টি জেলায় নির্বাচিত খাদ্য গুদামে বোরো এবং আমন রাইসের Loss estimation এর বিষয়ে IFPRI কাজ করছে। ১৫ মাসব্যাপী Sample গোডাউনে স্টোর করে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাদ্যশস্যের ওজন এবং গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

(৭) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্য সংশ্লিষ্ট SDG Implementation Review (SIR)Report 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এসডিজি টার্গেটসমূহের [Lead হিসেবে ১টি (12.3) ,Co-Lead হিসেবে ৩টি (2.1, 2.2, 2.C) এবং Associate হিসেবে ১২টি] হালনাগাদ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৮) মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট এসডিজি টার্গেটসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটরিং এর লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সমন্বয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এসডিজি মনিটরিং কমিটি এবং অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) এর নেতৃত্বে এসডিজি মনিটরিং সহায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ণ:

বর্তমান সরকার নাগরিকগণের তথ্য প্রপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এই আইনের ০৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য ০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়ুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকদের অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে এই তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে জনগণের জ্ঞাতার্থে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট আপডেট করা হয়।

তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	মোবাইল ও অফিস নম্বর	ই-মেইল
জনাব অনিমা রানী বিশ্বাস, উপ সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২)	খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	০১৭১২৬৫৩৩৩৪ +৮৮০২৯৫৪০১৫৪	admin2@mofood.gov.bd

বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	মোবাইল ও অফিস নম্বর	ই-মেইল
ড. মুনিরা সুলতানা, উপসচিব (অডিট-২)	খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	০১৭১৫-০৩৩৬৫৯ +৮৮০২৯৫৪০৮৮২	dsaudit2@mofood.gov.bd

আপিল কর্তৃপক্ষ

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	মোবাইল ও অফিস নম্বর	ই-মেইল
জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ সচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	০১৭১১২৮৮৯৭১ +৮৮০২৯৫৪০০৮৮	secretary@mofood.gov.bd

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন:

(১) সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃ টনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৭৯,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১২৯টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মে.টনের ২৯টি এবং ৫০০ মে.টনের ১০০টি) এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৪,৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার মোট ৯০টি খাদ্য গুদাম (৫০০ মে. টনের ৭১টি এবং ১০০০ মে. টনের ১৯টি)খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮২%।জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

প্যাকেজ নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলা	এলএসডি/সিএসডির নাম	নির্মাণ কাজ সমাপান্তে হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা		
					৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম	১০০০ মে:টন ক্ষমতার খাদ্য গুদাম	মোট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা
১	ঢাকা	টাঙ্গাইল	সখিপুর	সখিপুর এলএসডি		১টি	১টি
২			মধুপুর	মধুপুর এলএসডি	১টি		১টি
৩		জামালপুর	জামালপুর	সিংহজানী এলএসডি	১টি	১টি	২টি
৪		নেত্রকোনা	বাউশি	বাউশি এলএসডি	১টি		১টি
৫		ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	মুক্তাগাছা এলএসডি		১টি	১টি
০৬		ঢাকা	সূত্রাপুর	কলতাবাজার	২টি		২টি
৭		মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	ঝিটকা এলএসডি	১টি		১টি
৮			সাটুরিয়া	সাটুরিয়া এলএসডি	১টি		১টি
৯		নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ সিএসডি		১টি	০১টি
	ঢাকা বিভাগের উপমোট =				**৭টি**	**৪টি**	**১১টি**

প্যাকেজ নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলা	এলএসডি/সিএসডির নাম	নির্মাণ কাজ সমাপান্তে হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা		
					৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম	১০০০ মে:টন ক্ষমতার খাদ্য গুদাম	মোট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা
১০	**রাজশাহী**	রাজশাহী	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর এলএসডি	১টি		১টি
১১			তানোর	তানোর এলএসডি	১টি		১টি
১২			তানোর	কামারগাঁও এলএসডি	১টি		১টি
১৩			বাঘা	বাঘা এলএসডি	১টি		১টি
১৪		বগুড়া	আদমদীঘি	সান্তাহার সাইলো এলএসডি	১টি		১টি
১৫		নওগাঁ	পত্নীতলা	নাজিরপুর এলএসডি	১টি		১টি
১৬			বদলগাছি	বদলগাছি এলএসডি	১টি		১টি
১৭		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
১৮			নাচোল	নাচোল এলএসডি	১টি		১টি
১৯			ভোলাহাট	ভোলাহাট এলএসডি	১টি		১টি
২০		পাবনা	ঈশ্বরদী	মুলাডুলি এলএসডি	৩টি		৩টি
	রাজশাহী বিভাগের উপমোট =				**১৩টি**		**১৩টি**
২১	**রংপুর**	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	ভোমরাদহ এলএসডি		১টি	১টি
২২		পঞ্চগড়	বোদা	পাঁচপীর বাজার এলএসডি		১টি	১টি
২৩		দিনাজপুর	বিরামপুর	চরকাই এলএসডি	১টি		১টি
২৪			গোয়াইনঘাট	রানীগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
২৫			চিরিরবন্দর	চিরিরবন্দর এলএসডি	১টি		১টি
২৬			পার্বতীপুর	আমবাড়ী এলএসডি	২টি		২টি
২৭			গোবিন্দগঞ্জ	মহিমাগঞ্জ এলএসডি		১টি	১টি
	রংপুর বিভাগের উপমোট =				**৫টি**	**৩টি**	**৮টি**
২৮	**খুলনা**	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা সদর এলএসডি	৪টি	১টি	৫টি
২৯			তালা	পাটকেল ঘাটা এলএসডি		১টি	১টি
৩০			কলারোয়া	কলারোয়া এলএসডি	১টি		১টি
৩১		ঝিনাইদহ	শৈলকূপা	শৈলকূপা এলএসডি	১টি		১টি
৩২			হরিনাকুন্ড	হরিনাকুন্ড এলএসডি	১টি		১টি
৩৩			কালিগঞ্জ	কালিগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
৩৪		চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	চুয়াডাঙ্গা সদর এলএসডি	১টি		১টি
৩৫			চুয়াডাঙ্গা সদর	সরোজগঞ্জ এলএসডি	২টি		২টি
৩৬			জীবননগর	জীবননগর এলএসডি		১টি	১টি
৩৭		কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	জগতী এলএসডি		১টি	১টি
৩৮			ভেড়ামারা	ভেড়ামারা এলএসডি	১টি		১টি
৩৯			মিরপুর	মিরপুর এলএসডি	১টি		১টি
৪০		মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	মেহেরপুর সদর এলএসডি	১টি		১টি
৪১			মেহেরপুর সদর	আমঝুপি এলএসডি	১টি		১টি
		খুলনা বিভাগের উপমোট=			**১৫টি**	**৪টি**	**১৯টি**
৪২		বরিশাল	বাবুগঞ্জ	বাবুগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
৪৩		ভোলা	বোরহানউদ্দিন	বোরহানউদ্দিন এলএসডি	১টি		১টি
৪৪			লালমোহন	লালমোহন এলএসডি	১টি		১টি
			বরিশাল বিভাগের উপমোট=		**৩টি**		**৩টি**
৪৫	**চট্টগ্রাম**	চট্টগ্রাম	ডাবলমুরিং	দেওয়ানহাট সিএসডি	৩টি		৩টি
৪৬			বাঁশখালী	চাঁদপুর ঘাট	১টি		১টি

প্যাকেজ নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলা	এলএসডি/সিএসডির নাম	নির্মাণ কাজ সমাপান্তে হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা		
					৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম	১০০০ মে:টন ক্ষমতার খাদ্য গুদাম	মোট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা
৪৭		খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	পানছড়ি এলএসডি	১টি		১টি
৪৮		চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর সিএসডি	১টি	৫টি	৬টি
৪৯		কুমিল্লা	ব্রাক্ষনপাড়া	ব্রাক্ষণপাড়া এলএসডি	১টি		১টি
৫০			দাউদকান্দি	দাউদকান্দি এলএসডি	১টি		১টি
৫১		ব্রাক্ষণবাড়িয়া	বিজয়নগর	চান্দুরা এলএসডি		১টি	১টি
৫২			আখাউড়া	আখাউড়া এলএসডি	১টি		১টি
৫৩			সরাইল	সরাইল এলএসডি		১টি	১টি
৫৪			কসবা	কসবা এলএসডি		১টি	১টি
৫৫			ব্রাক্ষনবাড়িয়া	ব্রাক্ষণবাড়িয়া এলএসডি	১টি		১টি
	চট্টগ্রাম বিভাগের উপ মোট =				**১০টি**	**৮টি**	**১৮টি**
৫৬	**সিলেট**	হবিগঞ্জ	বানিয়ারচং	বানিয়ারচং এলএসডি	২টি		২টি
৫৭			নবীগঞ্জ	নবীগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
৫৮			মাধবপুর	মাধবপুর এলএসডি	১টি		১টি
৫৯			বাহুবল	বাহুবল এলএসডি	১টি		১টি
৬০		মৌলভীবাজার	বড়লেখা	বড়লেখা এলএসডি	২টি		২টি
৬১			কমলগঞ্জ	ভানুগাছ এলএসডি	১টি		১টি
৬২			শ্রীমঙ্গল	শ্রীমঙ্গল এলএসডি	১টি		১টি
৬৩			রাজনগর	রাজনগর এলএসডি	১টি		১টি
৬৪		সিলেট	বালাগঞ্জ	তাঁজপুর এলএসডি	১টি		১টি
৬৫			জকিগঞ্জ	জকিগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
৬৬			গোয়াইনঘাট	গোয়াইনঘাট এলএসডি	১টি		১টি
৬৭			কোম্পানিগঞ্জ	কোম্পানিগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
৬৮			সিলেট সদর	সিলেট সদর এলএসডি	১টি		১টি
৬৯			বালাগঞ্জ	বালাগঞ্জ এলএসডি	১টি		১টি
৭০		সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	মল্লিকপুর এলএসডি	২টি		২টি
	সিলেট বিভাগের উপ মোট =				**১৮টি**		**১৮টি**
	সর্বমোট =				**৭১টি**	**১৯**	**৯০টি**

নির্মাণ কাজ সমাপান্তে ৫৪,৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার মোট ৯০টি খাদ্য গুদাম (৫০০ মে. টনের ৭১টি এবং ১০০০ মে. টনের ১৯টি)খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিত্র-প্রকল্পের আওতায় পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় মুলাডুবি এলএসডি'তে নির্মিত প্রতিটি ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি নতুন খাদ্য গুদাম

(২) Modern Food Storage Facilities Project :

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পটি ১৯১৯.৯৭ কোটি (জিওবি ৩.৩৫ কোটি + IDA Loan ১৮৭৬.৬২ কোটি + সুবিধাভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪০.০০ কোটি) টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগ্রাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা)মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ করা হবে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মে.টন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মে.টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মে.টন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৭%। খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৬টি আধুনিক Food Testing Laboratory এর মধ্যে ৫টি সাইটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬.০৫.২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঝালকাঠি জেলার ৩টি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেছেন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৭ জেলার ৫২টি উপজেলায় ৩,৯০,০০০টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন চালুর লক্ষ্যে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় Digital Track Weigh Bridge স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ৭টি Digital Track Weigh Bridge হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%।

চিত্র: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি কর্তৃক ময়মনসিংহে নির্মাণাধীন ৪৮,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক স্টীল সাইলোর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্র- পারিবারিক সাইলো বিতরণ

পারিবারিক সাইলোর উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক সুবিধা:

- পারিবারিক সাইলো ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের তৈরি। এতে ধান, চাল বা বীজ সংরক্ষণ করলে গুণগত মান নষ্ট হয় না;
- সাইলো বায়ুরোধক বিধায় এর ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারে না। ফলে সংরক্ষিত খাদ্য সামগ্রী ও বীজের যথাযথ মান বজায় থাকে;
- বিজ্ঞানভিত্তিক নকশা অনুযায়ী প্রস্তুত হওয়ায় এতে সংরক্ষিত ধান, চাল বা অন্যান্য দ্রব্যাদির গুণগতমান দীর্ঘদিন যাবৎ অক্ষুন্ন থাকে;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা ইত্যাদি) এলাকাসমূহের ভুক্তভোগী পরিবারগুলো সাইলোতে ধান, চাল, চিড়া, মুড়ি, বীজ সংরক্ষণ করে আপদকালীন খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারবে;
- এ পাত্রে পানি প্রবেশের প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকায় (Water tight seal) পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায়ও সংরক্ষিত খাদ্য শস্য নষ্ট হয় না;
- পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় খুঁটি বা গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখার জন্য এ পাত্রের সাথে হুক/রশি/চেইন লাগানোর মজবুত ব্যবস্থা আছে;
- দুর্যোগের পরে সংরক্ষিত বীজ জমিতে বপন করে তাৎক্ষণিকভাবে ফসল উৎপাদন শুরু করা যায়;
- প্রতিটি পারিবারিক সাইলোর ধারণক্ষমতা ৭০ লিটার যাতে ৫৬ কেজি চাল বা ৪০ কেজি ধান সংরক্ষণ করা যায়;
- ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের তৈরি পারিবারিক সাইলো ওজনে হালকা (৬.৫ কেজি) ও মজবুত হওয়ায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে স্থানান্তর করা যায় এবং সহজে নষ্ট হয় না।

(৩) সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ: প্রকল্পটি ৩১৬ ৮৭৫৭. কোটি টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) জুলাই, ২০১৮ – জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত১০.০৭.২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলার ২১৪টি উপজেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৭টি স্থাপনায় প্রায় ৩.২১ লাখ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৫০টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত ও ২০টি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৬টি প্যাকেজে ২২টি জেলার ৩৫টি স্থাপনায় খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষে গত ১১/০৩/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত ১৬টি প্যাকেজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০%।

খাদ্য গুদামের ছাদের স্ক্রিডিং কাজ
কুড়িগ্রাম সদর এলএসডি

(৪) Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food:

প্রকল্পটি USAID এর অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক ৪৬.৭০১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬টি প্রবিধানমালা এবং ৩টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে:

- নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিকদূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭
- খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭
- খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭
- মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭
- নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা, ২০১৮
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য দ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৫ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম (Awareness Program) চলমান রয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯২%।

নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ:

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখাসহ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে“খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে“বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য ফুড সেফটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং কৃষকদেরকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী ধান শুকানো ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ এবং সমন্বিত রাইস মিল নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

সারণী-০১ ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
০১।	মহাপরিচালক	১
০২।	অতিঃ মহাপরিচালক	১
০৩।	আইন উপদেষ্টা	১
০৪।	পরিচালক	৭
০৫।	প্রধান মিলার	১
০৬।	অতিঃ পরিচালক	৮
০৭।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	১
০৮।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	৬
০৯।	সাইলো অধীক্ষক	৬
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক/উপ-পরিচালক(কারিগরী)/সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক	১০২
১১।	রক্ষণ প্রকৌশলী	৬
১২।	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো)	৭১
১৩।	সহঃ রক্ষণ প্রকৌশলী/সহঃ পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহঃ প্রধান মিলার	২৪
১৪।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১৫।	প্রোগ্রামার	১
১৬।	সহঃ প্রোগ্রামার	৩
১৭।	রসায়নবিদ	১
১৮।	সহকারী রসায়নবিদ	৮
১৯।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৩৭
২০।	আরএমই	৬
২১।	২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	১,৭৫৭
২২।	৩য় শ্রেণী (গ্রেড-১১-১৬)	৫,৪১৬
২৩।	৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৬-২০)	৫,৬১০
	মোট জনবল	১৩,৬৭৬

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপৎকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা সৃজন করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুতও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

প্রশাসনবিভাগঃ

সংস্থাপন শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে। মঞ্জুরীকৃত পদের মধ্যে অকার্যকর বিভিন্ন স্থাপনায় পদের সংখ্যা ২০৮০। কার্যকর স্থাপনায় মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ১১,৫৯৬, যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭,৮৬৮ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলোঃ

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ	মঞ্জুরীকৃত পদের মধ্যে অকার্যকর স্থাপনায় পদের সংখ্যা	কার্যকর স্থাপনায় মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত	কার্যকর স্থাপনায় শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (২য় হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৬	০	২৩৬	১০০	১৩৬
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৫৭	১৯	৬৩৮	৪৯০	১৪৮
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৫৭	৩৪৬	১৪১১	১১৫৪	২৫৭
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪১৬	৩৭৪	৫০৪২	২২২১	২৮২১
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১০	১৩৪১	৪২৬৯	৩৯০৩	৩৬৬
মোট=	১৩৬৭৬	২০৮০	১১৫৯৬	৭৮৬৮	৩৭২৮

খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণির ক্যাডারপদে ৩৬তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১১ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে ও ০৬ জনকে সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০১ জনকে সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে নিয়োগ করা হয়েছে।৩৬তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে খাদ্য পরিদর্শক (২য় শ্রেণি) পদে ১২০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৭ জন যোগদান করেছেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার) পদে ৩৭তম বিসিএস হতে ৫২ জনকে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (নন-ক্যাডার, ১ম শ্রেণি) হতে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সমমান পদে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জনকে চলতি দায়িত্ব/পদোন্নতির প্রদানের লক্ষ্যে ৪৮ (আটচল্লিশ) জনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য পরিদর্শক/সমমান পদ হতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান পদে পদোন্নতির লক্ষ্যে ৩৫ জনের প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩৭তম, ৩৮তম ও ৪১ তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার,২য় শ্রেণী নন-ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির **সাধারণ (ক্যাডার)**	১ম শ্রেণির ক্যাডার **কারিগরী**	২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার
৩৭ তম বি.সি.এস	-	-	৭৫টি
৩৮ তম বি.সি.এস	৫ টি	২ টি	-
৪১ তম বি.সি.এস	৮টি	৫টি	-
মোট=	১৩ টি	৭ টি	৭৫টি

খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি কোটায় ৩য় শ্রেণীর ১১৩৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণী ২৭ টিসহ মোট ১১৬৬টি টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৮৮৩জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র. নং	**যে পদ হতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)**	**যে পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)**	**পদোন্নতির সংখ্যা**
১.	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০/-	২৯১
২.	উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	২৮৭
৩.	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০/-	৬৩
৪.	স্প্রেম্যান/নিরাপত্তা প্রহরী বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০/-	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	১৩২
৫.	ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-	উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর / সমমান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	৬২

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
৬.	প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/ মিলরাইট/ ইলেকট্রিশিয়ান/ ভি-ইলেকট্রিশিয়ান/ সমমান বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	ফোরম্যান/ মেকানিক্যাল ফোরম্যান/ ইলেকট্রিক্যাল ফোরম্যান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	১১
৭.	সহকারী অপারেটর/স্টেভেডর সরদার বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-	অপারেটর বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০/-	৩৭
	মোট		৮৮৩

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য:

এছাড়া অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের আপ গ্রেডেশনের প্রস্তাবে জনপ্রশান মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। সারাদেশে জেলা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহে পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে যে সকল স্থাপনাসমূহের নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা:

ক্র. নং	স্থাপনার নাম	প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা	সমন্বয়/ স্থানান্তর	নতুন সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা
০১	৮ টি স্টীল সাইলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ)।	৭১৮	০	৭১৮
০২	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ।	১৩	০	১৩
০৩	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।	০৪	০	০৪
০৪	কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার - ডিউটি স্টেশনে ০৬ (ছয়) টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরী।	৬৮	০	৬৮
০৫	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম	০৪	০	০৪
০৬	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ওসমানী নগর, সিলেট	০৪	০	০৪
০৭	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী	০৪	০	০৪
০৮	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, লালমাই, কুমিল্লা	০৪	০	০৪
০৯	সান্তাহার সাইলো, সান্তাহার, বগুড়া	১৫৬	১২৪	৩২
১০	Modern Food Storage Facilities শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদাপ্তরাধীন স্থাপনায় আইসিটি খাতে পদ সৃজন	৩০১	০৮	২৯৩
	সর্বমোট	**১২৭৬**	**১৩২**	**১১৪৪**

শুদ্ধাচার বিষয়কঃ

খাদ্য অধিদপ্তরে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন অনুযায়ী ৮৩.৭৫ নম্বর অর্জিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগ হতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১-১০ম গ্রেডভুক্ত খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের সহকারী উপ পরিচালক (সংস্থাপন) জনাব মোঃ আবদুর রহমান, ১১-২০ গ্রেডভূক্ত জনাব রায়হান উদ্দিন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ১-১০ম গ্রেডভুক্ত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

(i) খাদ্য অধিদপ্তরের সপ্তম তলায় সভাকক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, চেয়ার টেবিলসহ আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
(ii) ২য় তলায় সভা কক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, নতুন কনফারেন্স রুমে টেবিল ও চেয়ার ক্রয় এবং স্থাপনসহ চালু করা হয়েছে।
(iii) খাদ্য অধিদপ্তরের ২য় তলায় সভা কক্ষে নতুন সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছে।
(iv) ২য় তলায় ডেকোরেশনসহ সেবা ডেস্ক স্থাপন এবং ২য় তলায় মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল ডোর স্থাপন করা হয়েছে।
(v) খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতি তলায় ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
(vi) খাদ্য ভবনের প্রতি তলায় বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন।

তদন্ত ও মামলা শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর হতে ১২৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৮ জনকে অব্যাহতি , ১৫ জনকে লঘুদন্ড এবং ৮ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১১তম গ্রেড হতে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আতওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শেষে এ.টি মামলা-১৫টি, এ. এ. টি মামলা-৫টি, রিট মামলা-৫৯টি, সিপিএলএ মামলা ৫টি, রিভিউ মামলা-২টি, কনটেম্পট মামলা-৭টি চলমান আছে।

২০১৮২০১-৯ অর্থবছরের বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		
	অব্যাহতি	লঘুদন্ড প্রাপ্ত	গুরুদন্ড প্রাপ্ত
১২৪	৪৮	১৫	৮

বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলা সংক্রান্ত তথ্য

মামলার ধরণ	মামলার সংখ্যা
এটি মামলা.	১৫ টি
এটি মামলা.এ.	৫ টি
রিট মামলা (চলমান)	৫৯ টি
সিপিএলএ মামলা	৫ টি
রিভিউ মামলা	২ টি
কনটেম্পট মামলা	৭ টি

বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি):

খাদ্য অধিদপ্তরের, প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পি আর এল ও পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতর গ্রেড, সম্মানীভাতা, মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রদান (মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ছকে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস/মাসিক/ বাৎসরিক), আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা, ধোলাইভাতা, নাস্তাভাতা মঞ্জুরকরণ, বেতন সমতাকরণ এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে ২৭ জন কর্মচারীর পি আর এল ও স্বেচ্ছায় অবসর মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২৮ জন কর্মকর্তার পি আর এল মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে ও ৪৫ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ১২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ৩৬ টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে না-দাবী সনদ প্রদান, ২৮ জন কর্মকর্তাকে আয়ন-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ৩৫০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানীভাতা প্রদান ও ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে পি আর এল ও পেনশন মঞ্জুরীর তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

পি আর এল মঞ্জুরী		পেনশন মঞ্জুরী	
অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ
২৩০ জন	২৮ জন	২৪৮ জন	৪৫ জন

সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগঃ

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা(পিএফডিএস):

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অনার্থিক খাতে বিভক্ত।

আর্থিক খাতঃ

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতিকেজি ১০/- টাকা মূল্যে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭.৪৪ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস):

চিত্র-ওএমএস এর মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্ধ্বগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভূক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভূক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদরে চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯,০৩১ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২.০৩ লাখ (২.৬৪ মে.টন গমের বিপরীতে) মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

বর্তমানে ওএমএস কার্যক্রমে খোলা আটার পরিবর্তে ২ কেজি প্যাকেটজাত আটা সাশ্রয়ী মূল্যে (প্যাকেট ৪২ টাকা, অনুরূপ ২কেজির খোলাবাজারে দাম ৬৫ টাকা) বিতরণের কার্যক্রম শূরু করা হয়েছে।

এলইআইঃ

চা-সংসদের আওতাভূক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে বছরে ৬ মাস চাল এবং ৬ মাস গম ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪,০৬০ মে.টন চাল ও ৯,৯০২ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে।

অনার্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized):

অনার্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভূক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অনার্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাত ভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণী: **২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য বাজেট ও প্রকৃত বিতরণ**

পিএফডিএস খাতসমূহ		২০১৮-১৯					
		বাজেট (মেট্রিক টন)			বিতরণ (মেট্রিক টন)		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	ইপি	২১০০০০	১৩৭০০০	৩৪৭০০০	২০১৭৭৯	১৩২২১২	৩৩৩৯৯৩
	ওপি	১৬০০০	৩০০০	১৯০০০	১৭৮৮১	৩৯৭৭	২১৮৫৮
	এলইআই	১২০০০	১১০০০	২৩০০০	৪০৬০	৯৯০২	১৩৯৬২
	ও.এম.এস/ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী/ মুক্তিযোদ্ধা	১০০০০০	৩৫০০০০	৪৫০০০০	৯০৩১	২৬৪০২৭	২৭৩০৫৮
	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	৭৪৮০০০	০	৭৪৮০০০	৭৪৩৮৩৮	০	৭৪৩৮৩৮
	উপ-মোট:	১০৮৬০০০	৫০১০০০	১৫৮৭০০০	৯৭৬৫৮৯	৪১০১২০	১৩৮৬৭০৯
অ-আর্থিক খাত	কাবিখা	১৪০০০০	১১৯২৩০	২৫৯২৩০	২০১০২২	১৮৯৩১	২১৯৯৫৩
	ভিজিডি	৩৬৭২০০	০	৩৬৭২০০	৩৬৪৭০৮	০	৩৬৪৭০৮
	জিআর	১২৫০০০	০	১২৫০০০	৫৫২৬৬	০	৫৫২৬৬
	ভিজিএফ	৪২০০০০	০	৪২০০০০	৪১৬৩২৪	০	৪১৬৩২৪
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ও অন্যান্য	৫০০০০	৩০০০০	৮০০০০	৫৯১১৭	১৬৯৬০	৭৬০৭৭
	উপ-মোট:	১১০২২০০	১৪৯২৩০	১২৫১৪৩০	১০৯৬৪৩৭	৩৫৮৯১	১১৩২৩২৮
সর্বমোটঃ		২১৮৮২০০	৬৫০২৩০	২৮৩৮৪৩০	২০৭৩০২৬	৪৪৬০১১	২৫১৯০৩৭

উৎস: খাদ্য অধিদপ্তর

পিএফডিএস খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ (বার গ্রাফ)

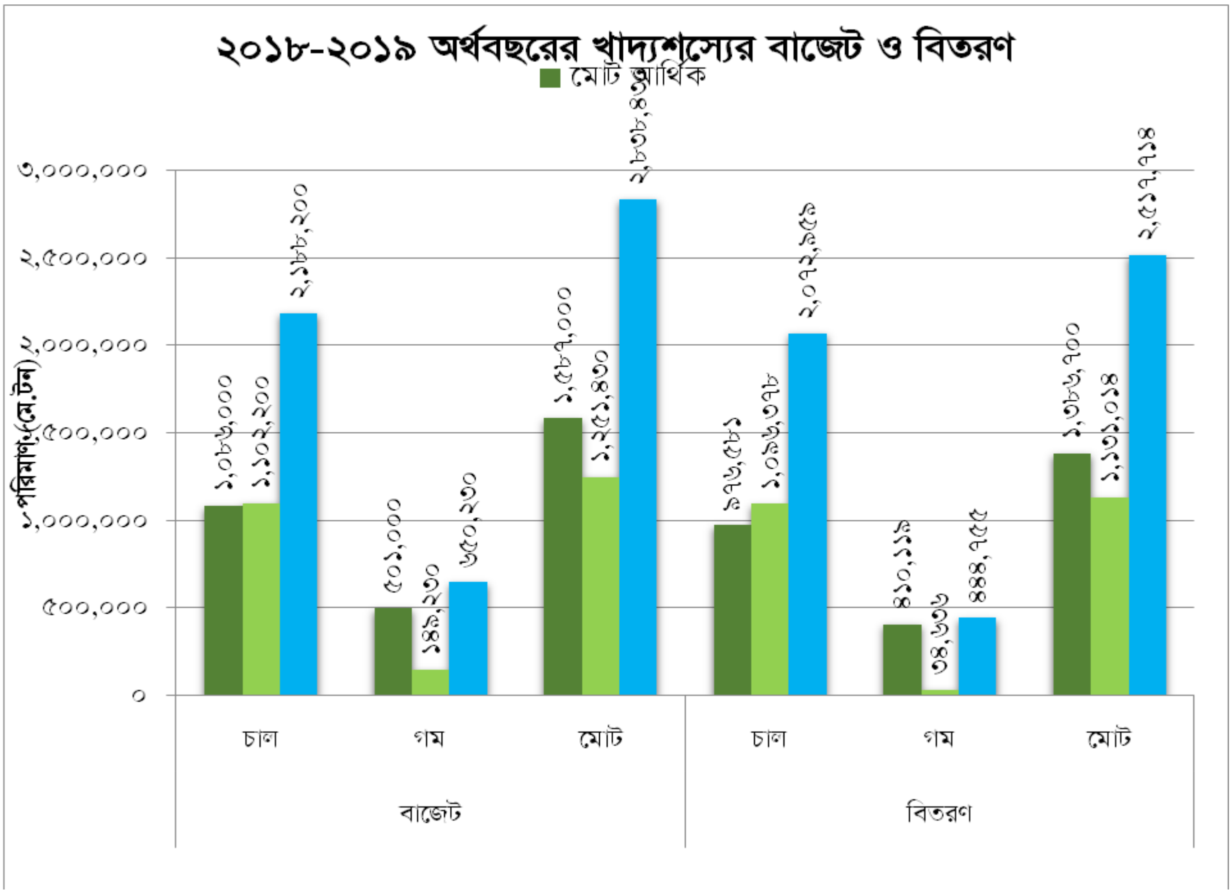

মাস ভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দরঃ

সুপরিকল্পিতভাবে ২০০৯-২০১৯ সালে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিয়ে দেখানো হলোঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর

হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি

মাসের নাম	চাল	আটা
জুলাই/২০১৮	৩৭.৩৭	২২.৮০
আগষ্ট/২০১৮	৩৭.১৯	২২.৬৮
সেপ্টেম্বর/২০১৮	৩৭.০৮	২২.৮৩
অক্টোবর/২০১৮	৩৬.৩৭	২২.৭০
নভেম্বর/২০১৮	৩৫.২০	২২.৭৩
ডিসেম্বর/২০১৮	৩৪.১৬	২২.৯৩
জানুয়ারী/২০১৯	৩৩.৭৩	২৩.৫৮
ফেব্রুয়ারী/২০১৯	৩৩.০২	২৩.২৪
মার্চ/২০১৯	৩২.৫১	২৩.৮৪
এপ্রিল/২০১৯	৩১.৯৫	২৩.৬০
মে/২০১৯	৩২.২৫	২৪.২৮
জুন/২০১৯	৩০.৫২	২৩.৫০

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র

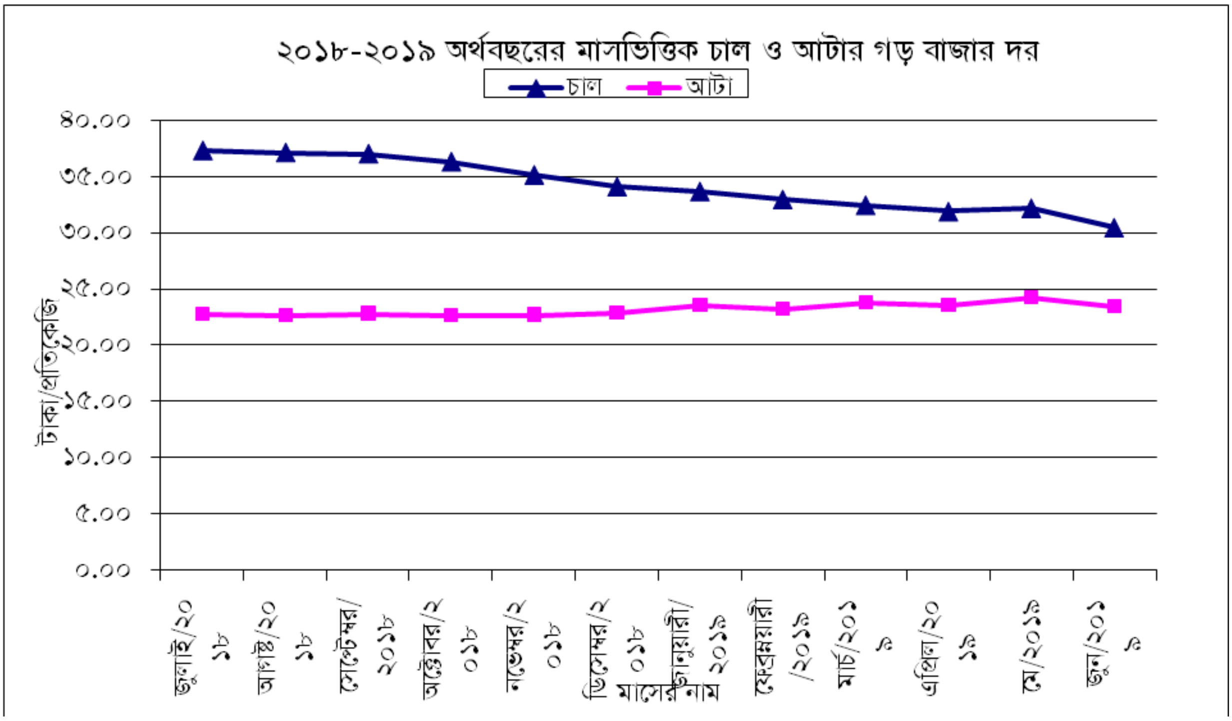

সংগ্রহ বিভাগঃ

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আমন সংগ্রহ মৌসুমে ৮.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৭ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৭ মেট্রিক টন সিদ্ধ আমন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বোরো সংগ্রহ-২০১৯ মৌসুমে ৪.০০ লাখ মে:টন ধান, ১০.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ১.৫০ লাখ মে:টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাক্রমে ৩,৯৯,৮৬১ মে. টন ধান, ৯,৯৯,৯৮৬ মে. টন সিদ্ধ চাল ও ১,৪৯,৯৮৮ মে. টন আতপ চাল সংগৃহিত হয়। গম সংগ্রহ-২০১৯ মৌসুমে ০.৫০ লাখ মে:টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতের ৪৪,১৫৮ মে. টন গম সংগৃহিত হয়। গমের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৮.০০ টাকা, বোরো সংগ্রহ-২০১৯ মৌসুমে ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৬.০০ টাকা, সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ৩৬.০০ টাকা এবং আতপ চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজে ৩৫.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ সংগ্রহ অভিযান সরেজমিন পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ২০ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে .১৫ লাখ মে.টন চাল এবং ৫.৫০ লাখ মে:টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ৩.৮০ লাখ মে:টন গম এবং ১৪.৬৭৮ মে:টন চাল বিদেশ হতে আমদানির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। বাজেটে ৫.৫ লাখ মে:টন গমের মধ্যে জিটুজি পদ্ধতিতে ১.০০ লাখ মে:টন এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ৭০,০০০ মে:টন সর্বমোট ১.৭০ লাখ মে: টন গম চুক্তি মোতাবেক খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে।

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগঃ

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণঃ খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায়২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ২৪৯টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ১১৬৭টি সহ সর্বমোট ১৪১৬টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

নতুন লিফট ক্রয়ঃ

খাদ্য ভবনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ০১ (এক) টি প্যাসেঞ্জার লিফট সরবরাহ ও স্থাপন কাজের জন্য দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০২/২০১৮ খ্রি: তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে লিফট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ২নং লিফটি অতি পুরাতন হওয়ায় নতুন লিফট ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ঃ

খাদ্য শস্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৪০০ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ১৩/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৬৬ নং স্মারকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়। গত ১৩/০৮/২০১৮ খ্রি: তারিখের ৭৪৩ নং স্মারকে নমুনা পরীক্ষণের জন্য BRTC, BUET এ পত্র প্রেরণ করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সে মোতাবেক ময়েশ্চার মিটার তেজগাঁও সিএসডিতে সরবরাহ ও গ্রহণের পর সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে বন্টন করা হয়েছে।

কীটনাশক ক্রয়ঃ

সারাদেশের খাদ্য গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর কীটনাশক ক্রয় করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১০৫৫ নং স্মারকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে১৫ (পনের) মে.টন এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) এবং ১২,০০০ (বার হাজার) লিটার পিরিমিফস মিথাইল তরল ৫০ ইসি কীটনাশক ক্রয় করা হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী উভয় প্রকার কীটনাশক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়ঃ

২০০ (দুইশত) টি গ্যাস প্রুফ শীট (GP Sheet) ক্রয়ের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ০৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৫১৭ নং স্মারকে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়। সরবরাহ আদেশ মোতাবেক গত ০৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ২০০টি গ্যাস প্রুফ শীট কেন্দ্রীয় কীট নিয়ন্ত্রণ স্টোরে সরবরাহ করা হয়েছে। গত ১২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১১৯৫ নং স্মারকে নমুনা বিআরটিসি, বুয়েটে প্রেরণ করা হয় এবং গত ২৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পরীক্ষণ ফলাফল অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। নমুনার পরীক্ষণ ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় গ্যাসপ্রুফ শীট গ্রহণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

আনলোডার ক্রয়ঃ

চট্রগ্রাম সাইলোতে জাহাজ হতে খাদ্যশস্য দ্রুত খালাসের লক্ষ্যে বিদ্যমান পুরাতন আনলোডারের স্থলে ঘন্টায় ২০০ মে.টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন Pneumatic Mobile Ship Unloader প্রতিস্থাপনের জন্য VIGAN Engineering, Belgium এর সাথে ২৯,৪১,০০০ (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার) ইউরো মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে ঘন্টায় ২০০ মে.টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ফিক্সড টাইপ শীপ আনলোডার প্রতিটি ২৫,২৯,০২৬.০০ ইউরো দরে সর্বমোট ৫০,৫৮,০৫২.০০ ইউরো মূল্যে ক্রয়র জন্য VIGAN Engineering, Belgium এর সাথে যথাক্রমে গত ০১/০১/২০১৮ এবং ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। Unloader প্রতিস্থাপনের জন্য শীঘ্রই (PSI) সম্পন্ন করা হবে।

কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ

এলএসডি, সিএসডি ও সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পিস উডেন ডানেজ ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) এর সঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬৫০ নং স্মারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। গত ৩১/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ৫০০০ পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৮টি ডিজিটাল ওয়েব্রীজ স্কেল এবং ১০০০টি ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়ের জন্য গত ১৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, বাংলাদেশ নেভি, সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে ৪৩.২০ কোটি টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন/২০১৯ মাসে ১০০০টি ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে এবং স্কেলের চুক্তিমূল্য অর্থাৎ ৩১.৫০ কোটি টাকা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে।

স্কেল রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতঃ

খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় সাইলো, সিএসডি ও এলএসডিসমূহে অবস্থিত স্কেলসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল প্লাটফরম, ডিজিটাল ট্রাক স্কেল ও মেকানিক্যাল স্কেলরক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম চলমান আছে।

পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রমঃ

নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজঃ
খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, ডীপটিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত নতুন নির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) নতুন নির্মাণ কাজঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক নতুন নির্মাণের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৯টি নতুন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। তন্মধ্যে ১৮টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১৮টি কাজের মধ্যে ৮টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ৯টি কাজের গড় অগ্রগতি ৪৮.৩৩%। অবশিষ্ট ১টি কাজের দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এসব কাজের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন, অন্যান্য অফিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, দাড়োয়ার কোয়ার্টার, আরসিসি রাস্তা ও সীমানা প্রাচীরনির্মাণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

(খ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২৫টি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ২৫টি কাজের মধ্যে ৭টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জুন/২০১৯ পর্যন্ত অবশিষ্ট ১৮টি কাজের গড় অগ্রগতি ৭২.২৫%। এসব মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের মধ্যে এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

উন্নয়নঃ
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ
দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ
এ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৪৮টি এবং ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১১৪টি গুদামসহ মোট ১৬২টি গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৭৩টি এবং ১০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ২০টি গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মোট ধারণক্ষমতা ৫৬,৫০০ মে.টন। জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮২%। প্রকল্পটি আগামী ৩০ জুন, ২০২০ সমাপ্ত হবে।

চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগঃ

সরকারিখাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলায় অভ্যন্তরীণভাবে জারীকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক চলাচলসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা:

(ধারণক্ষমতা মে.টনে)

ক্রঃনং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৫৮০	৫৩	৬৩৩	১২৭৬৩৫৬	১১৭৯৫৪৪
২	সিএসডি	১১	১	১২	৫১৮১৫২	৪৮৮১৫২
৩	সাইলো	৫	১	৬	২৭৫৮০০	২৭৫০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	১	০	১	১০০০০	১০০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	১	০	১	২৫০০০	১৫০০০
মোট =		৫৯৮	৫৫	৬৫৩	২১০৫৩০৮	১৯৬৭৬৯৬

উল্লেখ্য যে, ১.০৫ লক্ষ মে.টন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের এলএসডি/সিএসডিতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত ৩৬,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্যশস্য পরিবহণ:

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য সারাদেশে মোট ২৬৮১ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্মরত রয়েছে যার তথ্য নিম্নরূপঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যাঃ

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয়	সিআরটিসি	৬১২
	মেজর ক্যারিয়ার/ডিবিসিসি	১৬৭
	রেল	০৩
বিভাগীয়	মেজর ক্যারিয়ার/ডিবিসিসি	১৬৭
	ডিআরটিসি	১২৭৯
জেলা	আই আর টি সি	৪০৫
	আই বি সি সি	০৪৮
মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =		২৬৮১

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণঃ

পণ্য	রেল	সড়ক	নৌ	মোট (মে.টন)
চাল (মে.টন)	২৯১৯৯	৩৮৩১০৬	১৫৩৮৪১	**৫৬৬১৪৬**
গম (মে.টন)	৪৭৫৮৯	৩১০১২৫	৩০৩০৭৩	**৬৬০৭৮৭**
মোট (মে.টন)	**৭৬৭৮৮**	**৬৯৩২৩১**	**৪৫৬৯১৪**	**১২২৬৯৩৩**
পরিবহণের হার	**৬.২৬%**	**৫৬.৫০%**	**৩৭.২৪%**	**১০০%**

খাদ্যশস্য মজুতঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত বিবরণী:

মাস	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	ধান (চাল আকারে)	মোট (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
জুলাই/১৮	৯৮৬২৬৪	২৫৯২২৫	২০৭২	১২৪৭৫৬১
আগাষ্ট/১৮	১২৯১১৪২	২৭৩৪৬৩	৬৮৫৭	১৫৭১৪৬১
সেপ্টেম্বর/১৮	১৩১৭০১৬	২৪১৮১২	১১৫৭৩	১৫৭০৪০১
অক্টোবর/১৮	১৩২৯৯৭৪	২৩৭৫৯৯	৮৮৮৬	১৫৭৬৪৫৯
নভেম্বর/১৮	১১০৩৭০৩	২৬৪০৮৭	৪১৮১	১৩৭১৯৭১
ডিসেম্বর/১৮	৯০৫৯৯৫	২২৬৬৩৩	১৭৫৯	১১৩৪৩৮৭
জানুয়ারি/১৯	১০৯৬৩৩৩	১৭৯৯০৭	১০০৪	১২৭৭২৪৩
ফেব্রুয়ারি/১৯	১৩৪১৭৬৬	১৭৩৬৫৫	৮৭৭	১৫১৬২৯৯
মার্চ/১৯	১৪৩০৯২৮	১৪৩৬২৬	৮৭৭	১৫৭৫৪৩১
এপ্রিল/১৯	১২৩৬৬৬৪	১৫৫১০৫	২৩১	১৩৯১৯৯৯
মে/১৯	১০৩৬০৭৪	১৯২৬১৯	০	১২২৮৬৯৩
জুন/১৯	১০৮২৬৯৭	২১৪৫৭৭	১২৯৮৮	১৩১০২৬১

গুদাম ভাড়া প্রদানঃ

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে WFP, CARE, TCB, TCB, ACFও প্রত্যাশা বাংলাদেশসহ মোট ০৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট রাজস্ব অজৃন-১,৮০,২৮,৮৬৪/- (এক কোটি আশি লাখ আটাশ হাজার আটশত চৌষট্টি) টাকা।

বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য:

(হিসাব মে.টনে)

সংস্থার নাম	গুদামের সংখ্যা	ধারণক্ষমতা
WFP	১০	১০,০০০
TCB	৪	২,০০০
ACF	১	১,০০০
CARE	২	১,০০০
প্রত্যাশা	১	৫০০
মোট=	১৮	১৪,৫০০

যন্ত্রাংশ ক্রয়ঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আশুগঞ্জ সাইলোর সাব-স্টেশনের জন্য ৩৯,৪৬,৮০০.০০ (উনচল্লিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশত) টাকা ব্যয়ে ১টি ১১ কেভি HT Switch Gear, ১টি LT Switch Gear ও PFI প্লান্টসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে।

<u>অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগঃ</u>

সফল সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জন গুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যধাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতাসহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্য শস্য/সামগ্রীলেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুইভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠনঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ২৯ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠ মর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত ১ (এক) জন সুপারিনটেনডেন্টকে প্রধান করে নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়ে থাকে। কিন্তু ১১ টি সুপারিনটেনডেন্ট ও ৪১টি অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

সারণি-০১। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ। (কোটি টাকায়)
২০১৮-১৯	৬৪	০৬	২২	৪০২	৯৯৫	৮.৬৯

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন ।

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /১৮) = ৪১৮৭১ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ৯৯৫	১১০০.৭০ ৮.৬৯	১৯৯	১৬৬০	১২.০৯	৪১২০৬	১০৯৭.৩০
মোট = ৪২৮৬৬	১১০৯.৩৯					

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠনঃ

অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার তৈরিঃ

রুপকল্প’ ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদ করণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্য করণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, তথ্যাদি আপলোড, রিপোর্টিং ও জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করণের জন্য বিভাগ/জেলা কার্যালয় দপ্তর প্রধান ,ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অডিট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রড শীট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি সমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তি সমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তি সমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আনয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ও খসড়া ও সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তি সমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৮ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনীজের (৩০/০৬/১৯ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অথ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	**১৮,৬৩১**	**৪,৩৯,৪৯১.৩৯**	**২৭২**	**১৬৯২.০২**	**৭৪৬**	**৯,৬৯৪.৯৩**	**১৮,১৫৭**	**৪,৩১,৪৮৮.৪৮**

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপণার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত ও জমে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে আঠার হাজারে। এই আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডি টঅনু-বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তিঃ

<u>দ্বি-পক্ষীয়সভাঃ</u>

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠার হাজার আপত্তির মধ্যে ১৩,৯৮৩ টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ শ্রেণীর নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	দ্বি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সভা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সভা	২০১৭-১৮ আলোচিত আপত্তি	২০১৮-১৯ আলোচিত আপত্তি	২০১৭-১৮ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০১৮-১৯ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১৭	২৮	৫৮৯	৭৮৪	৫১৩	৬৭৭

<u>ত্রি-পক্ষীয় সভাঃ</u>

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। নিম্নোক্ত লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরণ	ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সভা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সভা	২০১৭-১৮ আলোচিত আপত্তি	২০১৮-১৯ আলোচিত আপত্তি	২০১৭-১৮ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০১৮-১৯ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	২৫	২১	৫৪৯	৪৮৩	৪১২	৩৫৭

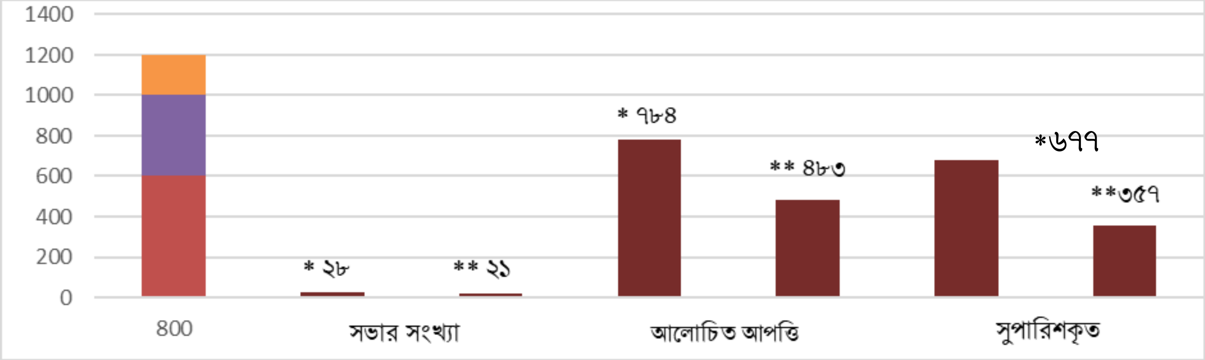

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
*দ্বি-পক্ষীয় **ত্রি-পক্ষীয়

বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম

বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা(Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলোঃ **ব্যয় বাজেট ২০১৮-১৯**

(হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০১৮-১৯		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৪৮৯,৫৯,১৬	৫৪৯,৫৭,১৪	৪৭১,৭৩,৯৭
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	১৪৭৩৫,৭২,৬১	১৪৫১৮,০১,৭০	১৩১০২,৭৫,৪৮
মোট-অনুন্নয়ন ব্যয় :	১৫২২৫,৩১,৭৭	১৫০৬৭,৫৮,৮৪	১৩৫৭৪,৪৯,৪৫
উন্নয়ন ব্যয়	৭১৯,২১,০০	৬৩৫,৭৩,০০	৬১৭,৪১,৪৫
মোট-(অনুন্নয়ন + উন্নয়ন) :	১৫৯৪৪,৫২,৭৭	১৫৭০৩,৩১,৮৪	১৪১৯১,৯০,৯০

প্রাপ্তি বাজেট (২০১৮-১৯)

(হাজার টাকায়)

অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট	প্রাপ্তি বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪
খাদ্য অধিদপ্তর	২১,৫৫,০০	৩৫,৮২,০০	৫১,৭২,৭৫

খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৮-১৯) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:

খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৮-১৯

খাতের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
সংগ্রহ	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে: টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি	০	৩৩৫০.২০	০	৩০৫১.২৯
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি	১.২৮ (চাল-০.৪২ গম-০.৮৬)	৪২৭.১৪	১.৩৮ (চাল-০.৫৬ গম-০.৮২)	৫১১.৩০
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি	৬.০০ (চাল-০.৫০ গম-৫.৫০)	১৫৪২.২৮	৩.৯৬ (চাল-০.১৫ গম-৩.৮১)	১০৪৭.৫৪
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	২১.৮১ (চাল-২১.৩১ গম-০.৫০)	৮২৪৬.৮৬	২৪.২৩ (চাল-২৩.৮২ গম-০.৪১)	৭৭৮২.২৭
পরিচালন ব্যয়	০	৯৫১.৫৪	০	৭১০.৩৬
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০	৫৪৯.৫৭	০	৪৭১.৭৪
মোট=	২৯.০৯ (চাল-২২.২৩ গম-৬.৮৬)	১৫০৬৭.৫৯	২৯.৫৭ (চাল-২৪.৫৩ গম-৫.০৪)	১৩৫৭৪.৫০
বিতরণ				
মোট নগদ বিক্রয় (চাল)	১০.৮৬	১০৭১.০০	৯.৭৭	৭৯১.৩২
মোট নগদ বিক্রয় (গম)	৫.০০	৫৩৮.০০	৪.১০	৪২০.৫৪
কাবিখা (চাল)	১.৪০	৬০৭.০০	২.০১	৮৭১.২৪
কাবিখা (গম)	১.১৯	৩৫৮.০০	০.১৯	৫৬.৮৩
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল)	৯.৬২	৪১৭০.০০	৮.৯৫	৩৮৮০.৭৩
ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম)	০.৩০	৯০.০০	০.১৭	৫০.৯১
ভর্তুকি	০	৪৬০০.০০	০	৪২৮২.৯৭
মোট	২৮.৩৭	১১৪৩৪.০০	২৫.১৯	১০৩৫৪.৫৪

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রশিক্ষণ বিভাগঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের গণকর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা” ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরের প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ

ক্র নং	কর্মসূচী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	খাদ্য পরিদর্শকদের (চঃদাঃ) বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, ২০১৮ ৩টি ব্যাচে (২২+২৯+২৭)	৭৮(আটাত্তর) জন
২.	নন-ক্যাডার খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯ ২টি ব্যাচে (৩৩+২৪)	৫৭(সাতান্ন) জন
৩.	কারিগরী খাদ্য পরিদর্শকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯ ১টি ব্যাচে (২৯)	২৯(উনত্রিশ) জন
৪.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৮১৯ ৭টি ব্যাচে (২৩+৩২+৩২+৩৩+২৮+২৯+২৮)	২০৫ (দুইশত পাঁচ) জন
৫.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের iBAS++ BACS বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১ম ও ২য় ব্যাচ, ২০১৮)	১২৫ (একশত পঁচিশ) জন
৬.	অনলাইনে বেতন বিলদাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	৫০ (পঞ্চাশ) জন
৭.	অনলাইনে বেতন বিলদাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	৭৭ (সাতাত্তর) জন
৮.	“অফিসের কর্ম ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যাপ, ২০১৯ ৩টি ব্যাচে (৩৫+৩২+৩৩)	১০০ (একশত) জন
	মোট =	৭২১ (সাতাশত একুশ) জন

প্রশিক্ষণ বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে বিভিন্ন কোর্সে (ইন হাউজ) খাদ্য বিভাগে ৭২১ (সাতশত একুশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৯ টি ব্যাচে ২৮৫৫২.৫ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৪২ টি বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ১৬১ (একশত একষট্টি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়াও বিদেশ প্রশক্ষিণে ৩ (তনি) জন র্কমর্কতাকে প্ররেণ করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটঃ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের কার্যক্রমসমূহঃ

ইতোপূর্বে পউকা বিভাগ হতে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত ক্রয় সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে এ সকল কার্যক্রম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট হতে সম্পাদনের জন্য অফিস আদেশ জারী করা হয়। সে সময় হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আইসিটি কার্যক্রম বর্ণনা করা হল।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

	খাদ্য ভবন	মাঠ পর্যায়ের স্থাপনা	মন্তব্য
কম্পিউটার	১৪১	৬৫	• ই-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের এবং মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সমূহের জন্য কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয়, ক্রয়ের জন্য অনুমোদন ও অর্থমঞ্জুরী দেওয়া হয়।
ল্যাপটপ	০২	-	
প্রিন্টার	০৭	৬৭	
স্কেনার	০২	৬৫	
ইউপিএস		৬৫	
নতুন কম্পিউটার গুলোতে Network সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।			

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

- খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে ২৫ জনের প্রশিক্ষণ উপযোগী ২৫টি কম্পিউটার সজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।
- উক্ত কম্পিউটারসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়।

ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন

- খাদ্য ভবনে মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ পেতে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Food Storage and Market Monitoring System) FS&MMS: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "আধুনিক খাদ্যশষ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের Sub-Component B2 এর আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং দেশব্যাপী অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার ও আনুষংঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রত সেবা নিশ্চিত করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষংঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

Movement Programming Software (Least Cost Route): খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের আওতায় Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss- শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রমে Least Cost Route এর উপর ভিত্তি করে Movement Programming Software প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়ারটির উপর পরিচালন প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, চসসা বিভাগ উক্ত সফটওয়ারটি ব্যবহারের মাধ্যমে চলাচল সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ খাদ্য অধিদপ্তরের সকল উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, স্কেনার, প্রিন্টার, ইউপিএস) স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনফো সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া Modern Food Storage Facilities Project প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের খাদ্য গুদামসহ সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের মাধ্যমে মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় ধান সংগ্রহ কার্যকম পরীক্ষামূলকভাবে উক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য LICT প্রকল্প কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয়কে সম্পৃক্ত করা হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্তভোগীর দৌরাত্ম হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ): খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সফটওয়ারের ব্যবহার শুরু করলেও মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সর্মহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচরীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না হওয়ায় মাঠ-পর্যায়ের এখনো বাস্তবায়ন শুরু করা যায়নি। অচিরেই মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অডিট নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনাঃ খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System প্রস্তুত করা হয় পরবর্তীতে আরো যুগোপযোগী করা হয়েছে। মামলার তথ্যসমূহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো হতে নিয়মিত হালনাগাদ করার ফলে মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

ই-ফাইলিং সিস্টেমঃ খাদ্য অধিদপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসমূহও পর্যায়ক্রমে ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd (ডিজিফুড.বাংলা) জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্স রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে তথ্য পাওয়া সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

(১) রূপকল্প (Vision):

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

(২) অভিলক্ষ্য (Mission):

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতায় যথাযথ বিজ্ঞানভিত্তিক বিধি-বিধান তৈরী ও কার্যকর প্রয়োগ এবং খাদ্য শৃঙ্খল পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

(৩) সাংগঠনিক কাঠামো

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয়। এ আইনের অধীন ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকার বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি হচ্ছে খাদ্য-শৃঙ্খলা সংশিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। একজন চেয়ারম্যান, চারজন সদস্য ও একজন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঢাকায় খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য ভবনে প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ইস্কাটন গার্ডেনস্থ প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ভাড়াকৃত ফ্ল্যাটে কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের ৩৬৫ জন লোকবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং উক্ত পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

(৪) কার্যাবলি

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের প্রত্যেক মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের সহিত জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্যের সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

১. নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;
২. নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলী সমন্বয় সাধন;
৩. খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য সনদের জন্য সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা প্রদান;
৪. খাদ্য পরীক্ষাগার এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান;
৫. আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান;
৬. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৭. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ।

(৫) **দায়েরকৃত মামলার বিবরণ:**

মামলার ধরণ	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২
কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়েরকৃত মামলা	৭৩টি
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	৫টি
নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও অন্যান্য আইনে মাঠ পর্যায়ে দায়েরকৃত মামলা	৩৭৫ টি
মোট মামলার সংখ্যা	৪৫৩ টি

(৬) **মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিবরণ:**

মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	**মোবাইল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির বিবরণ**		
	মামলা দায়েরের সংখ্যা	**কারাদন্ড**	**জরিমানা**
১	**২**	**৪**	**৫**
২৮৪১ **টি**	৫১৬৪ **টি**	৯০ **জন**	৫৮৪.৫১ **লক্ষ টাকা**

(৭) **খাদ্যের নমুনা সংগ্রহের বিররণ:**

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা:

খাদ্য নমুনা সংগ্রহের সংখ্যা	**পরীক্ষাগারে প্রেরিত নমুনার সংখ্যা**	**প্রাপ্ত খাঁটি নমুনার সংখ্যা**	**প্রাপ্ত ভেজাল নমুনার সংখ্যা**
১	**২**	**৩**	**৪**
৩৫৬৬	২৪৬২	২০৮৮	৩৭৪

(৮) **নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পরিদর্শনের বিবরণ:**

বাজার পরিদর্শনের সংখ্যা	**নোটিশ প্রদানের সংখ্যা**	**অপরাধের ধারা**
১	**২**	**৩**
৭৮৩২	**৬৫৬**	**৩৮ ও ৩৯**

(৯) **বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ:** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ৩৬৫ জন জনবল কাঠামোর মধ্যে ৪২ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে ১১৪ জন ৩য় শ্রেণি এবং ১০২ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

(১০) **প্রশিক্ষণের বিবরণ:**

দেশের অভ্যন্তরণে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	১-৩ দিন	১০৫০ জন
ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	০৩ ব্যাচ	০১ দিন	৪৬ জন
মোট	১৩ ব্যাচ	-	১০৯৬ জন

ছবি: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ.৬ :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা **১১** জন।

(১১) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য:

সেমিনার/কর্মশালার ধরণ	কর্মশালার অনুষ্ঠানের স্থান	সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা	কেআইবি অডিটোরিয়াম, ঢাকা	০২ টি	৯০০ জন
প্রশিক্ষণ কর্মশালা	বিজ অডিটোরিয়াম, ঢাকা	০৭ টি	৪৬২ জন
জেলা পর্যায়ের কর্মশালা ও র‍্যালি	খুলনা, বগুড়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কক্সবাজার	০৫ টি	১৩০০ জন
মোট		১৪ টি	২৬৬২ জন

ছবি: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নওগাঁয় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি।

ছবি: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালি: ১. র‍্যালি -খুলনা, ২. র‍্যালি - নওগাঁ ৩. জনসমাবেশ- বগুড়া।

ছবি: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন কর্মশালা।

(১২) জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯ উদযাপন:

- কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কমপ্লেক্স, ঢাকায় ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯ উদযাপিত হয়;
- প্রধান অতিথি: শেখ হাসিনা এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
- বিশেষ অতিথি: ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং জনাব মোঃ সাধন চন্দ্র মজুদার, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
- উদ্বোধনী দিনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়;
- কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কমপ্লেক্স, ঢাকায় ২ দিন ব্যাপি নিরাপদ খাদ্য মেলা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়;
- ৩টি গ্রুপে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে রচনা প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার বিতরণ করা হয়;
- দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একযোগে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯ উদযাপিত হয় এবং জাতীয় দিবস উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়;
- বহুল প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়;

- প্রথিতযশা লেখক ও বিজ্ঞানী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাবলী নিয়ে জাতীয় দিবস উপলক্ষে একটি আকর্ষণীয় স্যুভিনীর প্রকাশ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (রোববার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) ।-পিআইডি
Prime Minister Sheikh Hasina addressing the inauguration of 'National Safe Food Day' at the Krishibid Institution Bangladesh (Sunday, 3 February 2019).-PID

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন (রোববার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) ।-পিআইডি

ছবি: জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সমাগত অতিথিবৃন্দ, র‍্যালী ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের চিত্র।

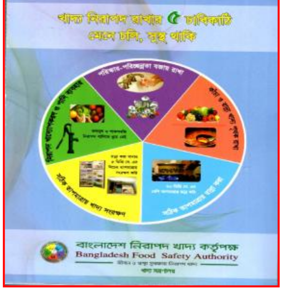

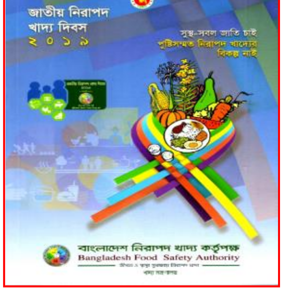

ছবি: জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভিনীর এর প্রচ্ছদ এর চিত্র।

(১৩) বিধিমালা:প্রবিধানমালা প্রণয়ন/

বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০১টি বিধিমালা ও ০২টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এসআরও নম্বরসহ গেজেট জারী হয়েছে। সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৮

(২) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮

(৩) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯

(১৪) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ:

(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগিতায় ইন্সটিটিউশনালাইজেশন অব ফুড সেফটি ইন বাংলাদেশ ফর সেফার ফুড (আইএফএস-বি) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৪৭.০০ কোটি টাকার ''বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপনে দক্ষতা উন্নয়ন'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে যা বর্তমানে অনুমোদনের চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

(১৫) **সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর:**

নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা বিভাগের সাথে সমন্বয়ের/মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য আইন ও অন্যান্য নিরাপদ ২০১৩ খাদ্য সংশ্লিষ্ট আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে জনসাধারণের জন্য খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতা মাধ্যমে একটি দক্ষ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিকল্পে নিম্নলিখিত ০২ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(২)জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;

(১৬) **সচেতনতামূলক কার্যক্রম:**

(১) খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নিম্নোক্ত প্রচারসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে:

- ০২ ধরণের লিফলেট বিতরণ- ০৪ লক্ষ টি
- ০২ বিষয়ে পোস্টার তৈরী - ০১ লক্ষ টি

(২) পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে নিরাপদ খাদ্য সচেতনতামূলক প্রচারণা।

(৩) সচেতনতামূলক ফেইসবুক ক্যাম্পেইন, মোবাইলফোনে ম্যাসেজ প্রদান।

(৪) রমজান মাসে পিকআপ ভ্যান সজ্জিত করে মাইকিং, প্রচারপত্র ও বুকলেট বিতরণের মাধ্যমে বিশেষ প্রচারণা।

(৫) পবিত্র রমজানে খাদ্যদ্রব্যে নিরাপত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে ও ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন দৈনিক প্রত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত।

(৬) একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।

(৭) ডিএফপি এর মাধ্যমে চারটি টিভি স্পট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৮) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আমন্ত্রণে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(৯) সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা ও শ্লোগান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১০) পবিত্র ঈদুল আজহায় নিরাপদ কোরবানীর পশু উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয়ে সংবাদপত্রে গণবিজ্ঞপ্তি, মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে বিশেষ প্রচারণা।

(১১) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে সারা দেশে সচেতনতামূলক পাবলিক মিটিং, মাইকিং ও ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়।

(১৭) প্রতিবেদনাধীন অর্থ:বছরে সম্পাদিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি-

(১) নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে ;

(২) দেশীয় খাদ্যের মান কোডেক্স এর মানের সাথে সমন্বয়করণের কার্যক্রম চলছে;

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত মতিঝিল, দিলকুশা, গুলিস্থান, তোপখানা, ফকিরাপুল ও পল্টন এলাকার হোটেলগুলিতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গ্রীনজোন এলাকা ঘোষনা করার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১২০ টি হোটেলের জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি এর উপস্থিতিতে ৫৭ টি হোটেলকে ব্লু ও গ্রীণ স্টিকার প্রদান করা হয়েছে।

(৪) প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য (উদ্ভিদজাত) রপ্তানীর জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যগত/রপ্তানী সনদ (Health Certificate/Export Certificate) প্রদান করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

(৫) খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন, খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, মামলা দায়ের ও পরিচালনা কাজে সহায়তার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, সিটি করর্পোরেশন ও পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত **৭২৮** জন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছে;

(৬) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন খাদ্যনমুনা তাৎক্ষনিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য ২টি মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান আইএফএস-বি প্রকল্প থেকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে;

(৭) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এর উন্নয়ন করা হয়েছে;

(৮) ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় তিনটি পথ খাবারের ভ্যানকে আধুনিকীকরণ করে নিরাপদ খাদ্য বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্য একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) বাংলাদেশে এনার্জি ড্রিংকস নামের কোমল পানীয়ের জাতীয় মান (BDS) না থাকায় এনার্জি ড্রিংকস এর উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১০) ফ্রান্সের ল্যাকটাসিস কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত এবং জেস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক আমদানিকৃত ও বাজারজাতকৃত বেবিকেয়ার ফুডে স্যালমোনেলা এগোনা নামক জীবানুর উপস্থিতি পাওয়ায় উক্ত পণ্য জব্দ করে বাজার হতে প্রত্যাহার করা হয় এবং আদালতের রায় মোতাবেক ধ্বংস করা হয়।

চিত্র: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গ্রীনজোন এলাকা ঘোষনা করার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি এর উপস্থিতিতে ৫৭ টি হোটেলকে স্টিকার প্রদান করা হয়।

চিত্র: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য বিক্রয়ে জনসচেতনতা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার উদ্বোধন করেন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি।

একনজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

(ক) ০২ ফেব্রুয়ারি "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস" এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২০১৯ সালে ২য় বার জাতীয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে এ দিবসটি পালন করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২০১৯ সালের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন।

(খ) **অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহঃ**

সরকার কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রদান এবং ইতোমধ্যেই আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৯.৫০ লাখ মেট্রিক টন চাল, ৪ লাখ মেট্রিক টন ধান এবং ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম অর্থাৎ সর্বমোট ২৪ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত ৪৪,১৫৮ মেট্রিক টন গম এবং ৩,৭৭,৯৬৫ মেট্রিক টন ধান ও ১৮,৮১,৮৭৪ মেট্রিক টন চাল অর্থাৎ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৩,০৩,৯৯৭ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগৃহিত হয়েছে যা গত অর্থ বছরের চেয়ে ৬১% বেশী। ধান-চাল সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বৈদেশিক সূত্র হতে ৫,৫০,০০০ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩,৮০,০০০ মেট্রিক টন সরবরাহকারী কর্তৃক ইতোমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১,৭০,০০০ মেট্রিক টন শীঘ্রই সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

(গ) **খাদ্যশস্য বিতরণ:** ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে Public Food Distribution System (PFDS) খাত অর্থাৎ ইপি, ওপি, এলইআই, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, কাবিখা, ভিজিডি, টিআর ভিজিএফ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প ইত্যাদি খাতে সর্বমোট ৪,৪৬,০১১ মেট্রিক টন গম ও ২০,৭৩,০২৬ মেট্রিক টন চাল সর্বমোট ২৫,১৯,০৩৭ (পঁচিশ লাখ উনিশ হাজার সাইত্রিশ) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে যা গত অর্থ বছরের চেয়ে ২৩% বেশী।

(ঘ) **সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন:**

সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃ টনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। অর্থবছরে মোট ৭৯,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১২৯টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মে.টনের ২৯টি এবং ৫০০ মে.টনের ১০০টি) এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ৫৪টি খাদ্য গুদাম খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ৩০,৫০০ মেট্রিক টন।। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮২%।

(ঙ) **Modern Food Storage Facilities Project বাস্তবায়ন**

(i) দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পটি ১৯১৯.৯৭ কোটি (জিওবি ৩.৩৫ + IDA Loan ১৮৭৬.৬২ কোটি + সুবিধাভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪০.০০ কোটি) টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পে আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে **(চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা)** মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মে.টন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মে.টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মে.টন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৭%। প্রকল্পের আওতায় ৬টি Food Testing Lab নির্মাণ কাজ ৩৬% সম্পন্ন হয়েছে।

(ii) প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬/০৫/২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঝালকাঠি জেলার ৩টি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩,৯০,০০০টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে।

(iii) প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন (প্রকিউরমেন্ট, মুভমেন্ট, স্টোরেজ) চালুর লক্ষ্যে অটোমেশন পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা/ মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(চ) Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food প্রকল্প বাস্তবায়ন:

প্রকল্পটি USAID এর অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক ৪৬.৭০১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় এ অর্থবছরে ২টি প্রবিধানমালা এবং ১টি বিধিমালা প্রণয়ন ও গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। বিধিমালা/প্রবিধিমালাগুলো:

(১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯
(২) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ এবং
(৩) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮

(ছ) "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন:

প্রকল্পটি ৩১৬.৮৭৫৭ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) অর্থায়নে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১০/০৭/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলার ২১৪টি উপজেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৭টি স্থাপনায় প্রায় ৩.২১ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৫০টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত ও ২০টি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬টি প্যাকেজে ২২টি জেলার ৩৫টি স্থাপনায় খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষে গত ১১/০৩/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১০%।

(জ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন:**

(১) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ

দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি"তে সরকার বছরে ৫ মাস কর্মাভাবকালীন সময় অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে ১০/- টাকা কেজি দরে মোট ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ৭.৪৪ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। পরিবার প্রতি গড় জনসংখ্যা ৪.০৬ হিসাবে প্রায় ২ কোটি ৩ লাখ দরিদ্র মানুষ এ কর্মসুচির সুবিধা ভোগ করছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(২) ওএমএস চাল/ আটা বিক্রয় কর্মসূচিঃ

(i) ঢাকা মহানগর, তেজগাঁও সার্কেল (কেরানীগঞ্জসহ) এবং ৪টি শ্রমঘন জেলার মধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় প্রতিকেন্দ্রে ০২ (দুই) মেট্রিক টন করে মোট ২৩১টি কেন্দ্রে প্রতিদিন আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরের ৪০৬টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ০১ মেট্রিক টন করে প্রতিদিন ৯২০ মেট্রিক টন আটা বিতরণ (প্রতিমাসে ২৬ দিন) বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ৩টি পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ২৭টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২ মেট্রিক টন করে আটা বিতরণ করা হয়। সেই সাথে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন প্রতি কেন্দ্রে ১ মেট্রিক টন করে চাল বিতরণ করা হয়। এরূপে

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ২,৭৩,০৫৮ (দুই লাখ তিহাত্তর হাজার আটান্ন) মেট্রিক টন গম (আটা তৈরি করে) এবং চাহিদা অনুযায়ী ৯,০৩১ (নয় হাজার একত্রিশ) মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

(ii) ওএমএস কার্যক্রমে খোলা আটার পরিবর্তে ২ কেজি প্যাকেটজাত আটা সাশ্রয়ী মূল্যে (প্যাকেট ৪২ টাকা, অনুরূপ ২কেজির খোলাবাজারে দাম ৬৫ টাকা) বিতরণ করা হচ্ছে।

(ঝ) বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ২৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে দেশে আধুনিক খাদ্য গুদাম ও সাইলো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা প্রায় ২১.৭২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

(ঞ) দেশের ৯৬টি উপজেলায় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ WFP ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় VGD কর্মসূচির অধিনে প্রতিটি দুস্থ পরিবারকে কার্ড প্রতি ৩০ কেজি হারে ফটিফাইড চাল প্রতি মাসে বিলি করা হয়। এ চালে Vitamin-A, B-1, B-12, Folic Acid, Iron ও Zinc Fortify করা হয়ে থাকে। এতদব্যতীত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাধানে ২৪টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০ সালে ১০০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।

(ট) সার্ক ফুড ব্যাংক এগ্রিমেন্টের আওতায় সার্কভূক্ত দেশের জন্য বাংলাদেশ ৮০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

(ঠ) বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর সাথে সঙ্গতিপূর্বক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

(ড) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৮৪১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৫১৬৪টি মামলা দায়ের করে ৫,৮৪,৫১,০০০ (পাঁচ কোটি চুরাশি লাখ একান্ন হাজার) টাকা অর্থদন্ড এবং ৯০ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

(ঢ) পাইলট ভিত্তিক দেশের ৮ (আট)টি বিভাগের ৮ (আট)টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকার ভোগীদের চাল বিতরণের স্থান, কাল ও সময় সম্পর্কে SMS প্রদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সারাদেশে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ণ) অর্থবছরে দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২৪৮টি, সাপ্তাহিক খাদ্যশস্যের তুলনামূলক বিবরণী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য) ৫২টি, পাক্ষিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২৬টি, ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন ৪টি, দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ) ১টি (অর্থবছর ২০১৭-১৮) প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

(ত) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০১৯ প্রণয়নের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি খসড়া পর্যালোচনা ও অনুমোদন কমিটি, এফপিএমইউ মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে খসড়া নীতি প্রস্তুতের জন্য একটি কমিটি, খসড়া নীতি প্রস্তুত কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার জন্য ০৫টি কারিগরি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫টি কারিগরি উপ-কমিটির প্রতিটির ১টি করে মোট ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এই নীতি প্রণয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এর পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (আপসু), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এ ৩ (তিন) টি কন্সাল্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। International Food Policy Research Institute (IFPRI) এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সহযোগীসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২য় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) এর বাস্তবায়নের মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ৫টি থিমেটিক টিমের ৩(তিন) টি সভা, সচিবের সভাপতিত্বে ফুড পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপের ১টি সভা ও স্টেকহোল্ডার কন্সাল্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৯ ও তার সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর UNGA তে অংশগ্রহণের জন্য খাতভিত্তিক ব্রিফের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(থ) ঢাকার মতিঝিল, দিলকুশা, গুলিস্থান, পল্টন, সচিবালয় এলাকায় অবস্থিত হোটেল রেস্তোঁরাকে গ্রেডিং পদ্ধতির (এ+, এ, বি, ও সি) আওতায় আনায়ন কার্যক্রমে অংশ হিসেবে ৫৭টি হোটেল রেস্তোঁরাকে এ+ (গ্রীন) ও এ (ব্লু) স্টিকার প্রদান করে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ চাবিকাঠি
মেনে চলি, সুস্থ থাকি

ব্যাকটেরিয়া প্রতিহত করি

প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য